

প্রথম অধ্যায়

ভগবদ্-উপলব্ধির প্রথম স্তর

মঙ্গলাচরণ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

ওঁ—হে ভগবান্ ; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি ; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে ; বাসুদেবায়—বাসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে ।

অনুবাদ

হে বাসুদেব-তনয়, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

তাৎপর্য

বাসুদেবায় অর্থে “বাসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে”। যেহেতু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণের ফলে দান, কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপস্যার সমস্ত সুফল লাভ হয়, তাই ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণেতা বা বক্তা অথবা কোন পাঠক সমস্ত আনন্দের উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তাই প্রথম স্কন্ধকে “সৃষ্টি” নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তেমনই, দ্বিতীয় স্কন্ধে সৃষ্টির পর জগতের প্রকাশ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে বিভিন্ন গ্রহ লোককে ভগবানের দেহের বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, দ্বিতীয় স্কন্ধকে “জগতের প্রকাশ” বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্কন্ধে দশটি অধ্যায় রয়েছে, এবং সেই দশটি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যগুলির বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভগবানের মহিমা কীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তরা কিভাবে ভগবানের বিশ্বরূপের ধ্যান করতে পারে, সেই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের ‘মৃত্যু পথগামী মানুষের কর্তব্য’ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। শুকদেব গোস্বামীর দর্শন লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং নিজে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অর্জুনের

বংশধর হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য গর্ববোধ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী, কিন্তু তাঁর পিতামহ পাণ্ডবদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর পিতামহ অর্জুনের প্রতি, সেজন্য তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের বংশের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন, এবং তাই পরীক্ষিত মহারাজের মৃত্যুর সময় তিনি শুকদেব গোস্বামীকে প্রেরণ করেছিলেন আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তাঁকে সাহায্য করতে। মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর শৈশব থেকেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। শুকদেব গোস্বামী তাঁর কৃষ্ণভক্তির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, তিনি পরীক্ষিত মহারাজের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্নগুলিকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন। যেহেতু মহারাজ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই সমস্ত জীবের পরম কর্তব্য, তাই শুকদেব গোস্বামী সেই মন্তব্যকে ঐকান্তিক সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, “আপনি যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, তাই আপনার প্রশ্নগুলি মহা মহিমান্বিত।” এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ নিম্নে বর্ণিত হল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।

আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; বরীয়ান্—মহিমান্বিত; এষঃ—এই; তে—আপনার; প্রশ্নঃ—প্রশ্ন; কৃতঃ—কৃত; লোকহিতম্—সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য; নৃপ—হে রাজন্; আত্মবিৎ—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; সম্মতঃ—অনুমোদিত; পুংসাম্—সমস্ত মানুষের; শ্রোতব্যাদিষু—সমস্ত শ্রোতব্য বিষয়ের মধ্যে; যঃ—যা; পরঃ—পরম।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন : হে রাজন্, আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেননা তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত।

তাৎপর্য

পরীক্ষিত মহারাজের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এত সুন্দর ছিল যে, তা সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কেবল এই প্রশ্ন এবং উত্তর শ্রবণ করার মাধ্যমেই জীবনের পরম স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই তাঁর সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নই সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মঙ্গলময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে

কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। যেহেতু কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে দিব্য স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মহারাজ পরীক্ষিতকৃত প্রশ্নগুলির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ চেয়েছিলেন তাঁর মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন করতে। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্যকলাপ শ্রবণ করার ফলেই কেবল এইভাবে মগ্ন হওয়া যায়। যেমন, ভগবদগীতায় বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপের দিব্য প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় এবং সেখান থেকে আর কখনই এই দুঃখ-দুর্দশাক্রিষ্ট জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথা সর্বদা শ্রবণ করা পরম মঙ্গলপ্রদ। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করছেন শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বর্ণনা করতে, যাতে তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। যতক্ষণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণে মগ্ন থাকেন, ততক্ষণ তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় এতই মঙ্গলময় যে, তা বক্তা, শ্রোতা এবং প্রশ্নকর্তা সকলেরই পরম মঙ্গলসাধন করে। তাই কৃষ্ণকথাকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত গঙ্গার জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গঙ্গার জল যেখানেই যায় সেই স্থান এবং তার জলে অবগাহনকারী মানুষদের পবিত্র করে। তেমনই, কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আলোচনা, এতই পবিত্র যে, যেখানেই তা আলোচিত হোক না কেন, সেই স্থান, বক্তা, প্রশ্নকর্তা, শ্রোতা আদি সকলেই পবিত্র হয়ে যান।

শ্লোক ২

শ্রোতব্যাदीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः ।

अपश्यतामाश्रतद्भुं गृहेषु गृहमेधिनाम् ॥ ২ ॥

শ্রোতব্যাदीনি—শ্রবণীয় বিষয় সমূহ; রাজেन्द्र—হে রাজশ্রেষ্ঠ; নৃণাম্—মানব সমাজের; সন্তি—বর্তমান; সহস্রশঃ—হাজার হাজার; অপশ্যতাম্—অন্ধের; আশ্রতদ্ভুং—আশ্রিতত্ব-জ্ঞান; গৃহেষু—গৃহতে; গৃহমেধিনাম্—জড় বিষয়াসক্ত গৃহবতীদের।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, আশ্রিতত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে গৃহীদের গৃহস্থ এবং গৃহমেধী এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। গৃহস্থ হচ্ছেন তাঁরা, যারা স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে অবস্থান করলেও আশ্রিতত্বজ্ঞান লাভের জন্য পারমার্থিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে জীবন যাপন করেন। আর গৃহমেধী হচ্ছে তারা, যারা তাদের

আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই কেবল মগ্ন থেকে মাৎসর্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। মেধী শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। গৃহমেধীরা কেবল তাদের পরিবারের স্বার্থে মগ্ন থাকায় অবশ্যই অন্যদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ। তাই গৃহমেধীরা পরস্পরের প্রতি সদাশয়পূর্ণ নন, এবং বৃহত্তর ও সামগ্রিক বিবেচনায় এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের প্রতি, এক সমাজ আর এক সমাজের প্রতি অথবা এক দেশ আর এক দেশের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। কলিযুগে গৃহীরা পরস্পরের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ, কেননা তারা পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদাসীন। তাদের শ্রবণীয় রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বহু বিষয় রয়েছে, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি জীবনের চরম দুঃখ সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রকৃতপক্ষে, জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিজনিত সমস্ত সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু গৃহমেধীরা, জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। জীবনের সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান হয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) বলা হয়েছে—জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি সর্বতোভাবে উপশম হয়।

ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রবণ করা। মূর্থ মানুষেরা তা জানে না। তারা কেবল অনিত্য বস্তুসমূহের নাম, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে শুনতে চায়, এবং তাদের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের শ্রবণের প্রবণতাকে কিভাবে নিয়ুক্ত করতে হয়, তা তারা জানে না। বিপথগামী মানুষেরা পরম তত্ত্বের নাম, রূপ, গুণ আদির সম্বন্ধে অসৎ সাহিত্য রচনা করে। তাই অন্যের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে গৃহমেধীর জীবন-যাপন করা উচিত নয়; শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আদর্শ গৃহস্থের জীবন-যাপন করাই মানুষের কর্তব্য।

শ্লোক ৩

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।

দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥৩॥

নিদ্রয়া—নিদ্রামগ্ন হয়ে; হ্রিয়তে—অপব্যয় করে; নক্তম্—রাত্রি; ব্যবায়েন—রতিক্রিয়া; চ—ও; বা—অথবা; বয়ঃ—আয়ু; দিবা—দিন; চ—এবং; অর্থে—অর্থনৈতিক; হয়া—উন্নতি সাধনের জন্য; রাজন্—হে রাজন্; কুটুম্ব—আত্মীয়স্বজন; ভরণেন—প্রতিপালনে; বা—অথবা।

অনুবাদ

এই প্রকার মাৎস্যপরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় দিবাভাগের অপচয় করে।

তাৎপর্য

বর্তমানে মানব-সমাজ প্রধানত রাত্রে নিদ্রায় অথবা রতিক্রিয়ায় এবং দিনের বেলায় পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধরনের মানব-সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে।

যেহেতু মানব জীবন জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার সমন্বয়, তাই বৈদিক জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় কলুষের বন্ধন থেকে চিন্ময় আত্মাকে মুক্ত করা। সেই জ্ঞানকে বলা হয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা সেই জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তারা জড় সুখ উপভোগের চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সর্বদা ব্যস্ত। এই ধরনের জড়বাদী মানুষদের বলা হয় কর্মী, এবং তাদের নিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের এবং স্ত্রী-সঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের থেকে উন্নত জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্তদের স্ত্রী-সঙ্গ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কর্মীরা সাধারণত আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন, এবং তার ফলে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করে তারা তাদের জীবনের অপচয় করে। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা অথবা কুকুর-বিড়ালের মতো যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাজনিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। তাই কর্মীরা যখন নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতি-ক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দিন যাপন করে তাদের জড়জাগতিক জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা করে, তখন তা দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে সংক্ষেপে জড়বাদীগণের বর্ণনা করা হয়েছে। মূর্থ মানুষেরা কিভাবে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অপচয় করে, তা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্মাসৈন্যোষসংস্বপি ।

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥৪॥

দেহ—শরীর; অপত্য—পুত্র-কন্যা; কলত্র—পত্নী; আদিষু—এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু; আত্ম—নিজের; সৈন্যোষু—সৈন্যরা; অসংসু—অনিত্য বা পতনশীল; অপি—সত্ত্বেও; তেষাম্—তাদের; প্রমত্তঃ—অত্যন্ত আসক্ত; নিধনম্—বিনাশ; পশ্যন্—অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; অপি—সত্ত্বেও; ন—করে না; পশ্যতি—দর্শন করে।

অনুবাদ

আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তির দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সমাধানের কোন চেষ্টা করে না। এই সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতকে বলা হয় মৃত্যুলোক। লক্ষ্যকোটি বৎসর আয়ুষ্কাল সমন্বিত ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কয়েক পলকের আয়ু সমন্বিত বীজাণু পর্যন্ত প্রতিটি জীব বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। তাই, এই জীবন হচ্ছে মৃত্যু-প্রদানকারী প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক প্রকার সংগ্রাম। মনুষ্য জীবন পাওয়ার ফলে জীব এই মহা জীবন-সংগ্রামের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করে; কিন্তু পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে তার দৈহিক শক্তি, পুত্র, পত্নী, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির সাহায্যে অপরাজেয় জড়া প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। তার পূর্বপুরুষদের দেহাবসান দর্শন করার মাধ্যমে এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও সে বুঝতে চায় না যে, তার পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, দেশবাসী ইত্যাদি সকলেই এই মহাযুদ্ধে অসহায় সৈনিক মাত্র। সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত যে, তার পিতা অথবা পিতামহ ইতিমধ্যেই হত হয়েছেন এবং সে নিজেও হত হবে, এবং তেমনই তার পুত্র, পৌত্র সকলেই যথাসময়ে মৃত্যু বরণ করবে। জড়া প্রকৃতির এই সংগ্রামে কেউই বাঁচবে না। মানব সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় কিন্তু তবুও মূর্খ মানুষেরা দাবী করে যে, ভবিষ্যতে জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা নিত্য জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। এই ভ্রান্ত-জ্ঞান অবশ্যই মানুষকে বিপথে চালিত করছে এবং তার প্রধান কারণ, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা। এই জড়া প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বপ্নের মতো, এবং তার কারণ হচ্ছে, তার প্রতি আমাদের আসক্তি। জীব তার স্বরূপে সর্বদাই জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। জড়া প্রকৃতির মহাসমুদ্র কালশ্রোতে নিয়ত উদ্বেলিত হচ্ছে, এবং সেই সমুদ্রে দেহ, পত্নী, পুত্র, সমাজ, দেশবাসী ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত জীবন বুদ্ধদেরই মতো। আত্মজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আমরা এই জড় জগতে নিত্য জীবন লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দুর্লভ মানব জীবনের অপচয় করি।

আমাদের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি কেবল অনিত্য বা পতনশীলই নয়, জড়া প্রকৃতির বাহ্যিক চাকচিক্যের দ্বারা বিভ্রান্তও বটে। তারা কখনোই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে আত্মীয়-স্বজন, সমাজ অথবা দেশের গণ্ডীর মধ্যে আমরা নিরাপদে রয়েছি।

মানব-সমাজের জড় প্রগতি মৃতদেহ সাজানোর মতো। সকলেই এক-একটি মৃতদেহ, কেবল কয়েকদিনের জন্য নড়াচড়া করছে; অথচ সেই দেহটিকে সাজাবার

জন্য মানব জীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় করা হচ্ছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রাহ্ম মানুষদের প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শন করে প্রতিটি মানুষের প্রকৃত কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন মানুষেরা বিপথগামী, কিন্তু যারা ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে যথাযথভাবে পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁরা কখনই বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ৫

তস্মাদ্ভারত সর্বাঙ্গা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চৈচ্ছতাভয়ম্ ॥৫ ॥

তস্মাৎ—এই কারণে; ভারত—হে ভারত বংশীয়; সর্বাঙ্গা—পরমাত্মা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান্; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা; হরিঃ—সমস্ত দুঃখ অপনোদনকারী ভগবান্; শ্রোতব্যঃ—শ্রবণীয়; কীর্তিতব্যঃ—কীর্তনীয়; চ—ও; স্মর্তব্যঃ—স্মরণীয়; চ—এবং; ইচ্ছতা—ইচ্ছুক; অভয়ম্—ভয় থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

হে ভারত, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে মূর্খ ও জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা নিদ্রা, রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জমান আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের চেষ্টায় তাদের দুর্লভ সময় নষ্ট করছে। সমস্ত জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে জীব কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তার ফলে জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, অসভ্য এবং সভ্য মানুষ আদি ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি সমন্বিত জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। অবশেষে মানুষ জীবন লাভ করে সে এই কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ পায়। তাই কেউ যদি এই ভয়ঙ্কর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বাসনা করে, তা হলে তাকে তার সৎ অথবা অসৎ উভয় কর্মেরই ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে। নিজের স্বার্থে সৎ অথবা অসৎ কোন কর্মই করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে সবকিছুর অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই সব কিছু সম্পাদন করা উচিত। এভাবে কর্ম করার নির্দেশ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৯/২৭) দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সব কিছুই যেন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য করা হয়। প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হয়। যথাযথভাবে মনোনিবেশ সহকারে ভগবানের কথা শ্রবণের পর ভগবানের কার্যকলাপ এবং মহিমা কীর্তন করা উচিত, এবং

তা করার ফলে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ নিরন্তরভাবে স্মরণ করা সম্ভব হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি থেকে অভিন্ন, এবং তার ফলে সর্বক্ষণ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তার ফলে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং এইভাবে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভগবান সমস্ত জীবকে তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দিয়েছেন। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের এই পন্থা সকলেরই পক্ষে গ্রহণীয়, এবং তা যে কোন অবস্থায় যে কোন কার্যে লিপ্ত মানুষকে তার জীবনের চরম সফলতা প্রদান করবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—সকাম কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং শুদ্ধ ভক্ত। ঈঙ্গিত সাফল্য লাভের জন্য তারা সকলেই এই শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সকলেই চায় সব রকম ভয় থেকে মুক্ত হতে এবং সর্বতোভাবে আনন্দময় জীবন লাভ করতে। এইখানে এখন তা লাভ করার সর্বাঙ্গসুন্দর পন্থা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনের শ্রীমুখে নির্দেশিত হয়েছে। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়ত্ব লাভ করে, এবং তার ফলে জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৬

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া ।

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥৬॥

এতাবান্—এই সমস্ত ; সাংখ্য—জড় এবং চেতন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান ; যোগাভ্যাম্—
যৌগিক ক্রিয়া ; স্বধর্ম—বর্ণাশ্রম ধর্ম ; পরিনিষ্ঠয়া—পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার ফলে ;
জন্ম—জন্ম ; লাভঃ—লাভ ; পরঃ—পরম্ ; পুংসাম্—মানুষের ; অন্তে—শেষ সময়ে ;
নারায়ণ—পরমেশ্বর ভগবান ; স্মৃতিঃ—স্মরণ ।

অনুবাদ

জড় এবং চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্য জ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সব কটি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা ।

তাৎপর্য

নারায়ণ হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান। মহত্ত্বের অন্তর্গত সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের ধর্মসম্বিত সবকিছুই জড় জগৎ নামে পরিচিত। নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান এই মহত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নন, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদিও জড়া প্রকৃতির অতীত। জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণকারী সাংখ্য জ্ঞান অথবা যোগ অনুশীলন, যা চরমে অনুশীলনকারীকে ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন লোকে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যাওয়ার

ক্ষমতা প্রদান করে, অথবা বর্ণাশ্রম অনুশীলনের মাধ্যমে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়, যদি তিনি নিরন্তর নারায়ণকে স্মরণ করতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, যিনি শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে স্বধর্ম-পরায়ণ জ্ঞানী, যোগী, অথবা কর্মীদের প্রকৃত কার্যকলাপের সর্বাসীর্ণ পূর্ণতা সম্পাদন করেন, সনকাদি ঋষি অথবা নবযোগেন্দ্রাদি মহাত্মাদের ভগবদ্ভক্তি লাভের মাধ্যমে পরম সিদ্ধি লাভের বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রয়েছে। জ্ঞানী এবং যোগীরা জ্ঞান এবং যোগের পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু ভগবানের ভক্ত কখনো ভক্তির পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা পরিত্যাগ করেননি। সকলেই তাদের বিশেষ পন্থায় সিদ্ধিলাভে আগ্রহী, এবং এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সেই সিদ্ধি হচ্ছে নারায়ণ-স্মৃতি। সেই সিদ্ধি লাভের জন্যই সকলকে এমনভাবে জীবন-যাপন করতে হবে যাতে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ৭

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥৭॥

প্রায়েণ—প্রধানত; মুনয়ঃ—মুনিগণ; রাজন্—হে রাজন্; নিবৃত্তঃ—উর্ধ্ব; বিধি—বিধি; ষেধতঃ—নিষেধ; নৈর্গুণ্যস্থাঃ—নির্গুণ অবস্থা; রমন্তে—আনন্দ উপভোগ করেন; স্ম—স্পষ্টভাবে; গুণ-অনুকথনে—মহিমা কীর্তনে; হরেঃ—ভগবানের।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সব রকম বিধিনিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আশ্বাদন করেন।

তাৎপর্য

উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্তগণ হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ এবং তাই তাঁরা বিধি-নিষেধের গত্তীর মধ্যে আবদ্ধ নন। পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্র-বিধির মাধ্যমে সদগুরু দ্বারা পরিচালিত হন। সেই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রোগীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণত, মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার মাধ্যমে আনন্দ আশ্বাদন করে থাকেন। পূর্বে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ হরি, জড় সৃষ্টির অতীত, তাই তাঁর রূপ এবং বৈশিষ্ট্য জড় নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদী বা মুক্ত পুরুষেরা তাঁদের অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তাই ভগবানের লীলার চিন্ময় গুণাবলী আলোচনা করার মাধ্যমে আনন্দ আশ্বাদন

করেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৪/৯) পরমেশ্বর ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর জন্ম এবং কর্ম দিব্য। জড়-প্রকৃতির প্রভাবে মোহিত সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবানও তাদেরই মতো একজন, এবং তাই তারা ভগবানের নাম, রূপ, ইত্যাদির চিন্ময়ত্ব স্বীকার করতে চায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদীরা জড়-জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন, এবং তাঁরা যখন ভগবানের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন, তার থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে ভগবান আমাদের মতো জড় জগতের কেউ নন। বৈদিক শাস্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান এক, কিন্তু তিনি তাঁর অনন্য ভক্তদের সঙ্গে লীলা-বিলাস করেন, আবার যুগপৎভাবে তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বলদেবের প্রকাশ পরমাত্মরূপে বিরাজ করেন। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ আশ্বাদন করা; তাঁর নির্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া নয়, যা নির্বিশেষবাদী অদ্বৈত পন্থীরাই কামনা করেন। প্রকৃত দিব্য আনন্দ আশ্বাদন হয় ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে, তাঁর নির্বিশেষ রূপে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অনুভূতির মাধ্যমে নয়। একপ্রকার নিকৃষ্ট স্তরের পরমার্থবাদী রয়েছে যারা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার আনন্দ আশ্বাদন করার পরিবর্তে তাঁর সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কথা আলোচনা করে। কিন্তু তারা কখনোই উন্নত স্তরের চিন্ময় আনন্দ আশ্বাদন করতে পারে না।

শ্লোক ৮

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।

অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতৃদ্বৈপায়নাদহম্ ॥৮ ॥

ইদম্—এই; ভাগবতম্—শ্রীমদ্ভাগবত; নাম—নামক; পুরাণম্—পুরাণ; ব্রহ্ম-সম্মিতম্—বেদের নির্যাসরূপে সম্মত; অধীতবান্—অধ্যয়ন করেছি; দ্বাপরাদৌ—দ্বাপর যুগের শেষ সময়ে; পিতৃঃ—আমার পিতার কাছ থেকে; দ্বৈপায়নাৎ—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব; অহম্—আমি।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত নামক সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ এই পুরাণ আমি দ্বাপর যুগের শেষে আমার পিতৃদেব শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে অধ্যয়ন করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে বলেছেন যে বিধি-নিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদীদের প্রধান বৃত্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করা, তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের জীবনের শেষ সাত দিনের সভায় সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা শুকদেব

গোস্বামীকে মুক্ত পুরুষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদীরূপে স্বীকার করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন কিভাবে তিনি ভগবানের অপ্ৰাকৃত কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মহান পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অথবা অন্য কোন বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র নিজে নিজে গৃহে অধ্যয়ন করা যায় না। দৈহিক গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত শিক্ষা (Anatomy) অথবা শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত শিক্ষার (Physiology) বিষয়ে চিকিৎসা-গ্রন্থ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই বইগুলি বাড়িতে পড়ে কেউ কখনো উপযুক্ত চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক হতে হলে চিকিৎসা সংক্রান্ত মহাবিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উপযুক্ত অধ্যাপকদের পরিচালনায় যথাযথভাবে উপযুক্ত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে হয়। তেমনই, ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর স্তরের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করতে হয় শ্রীল ব্যাসদেবের মতো তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে উপবেশন করে। শুকদেব গোস্বামী যদিও তাঁর জন্মের মুহূর্ত থেকেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তথাপি তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁর মহান পিতা ব্যাসদেবের কাছে, যিনি আর একজন মহাপুরুষ শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, “যাহ ভাগবত পড় ভাগবত স্থানে।” শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অপ্ৰাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রচিত, এবং তা প্রকাশ করেছিলেন ভগবানেরই অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। ভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তদের সঙ্গে তাঁর লীলা-বিলাস করেন, এবং তাই এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্ম সন্মিতম বলা হয়, কেননা তা হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদগীতার মতো শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীমদ্ভগবদগীতা শব্দরূপে ভগবানের অবতার, কেননা ভগবান নিজে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা দান করেছেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবত শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি, কেননা ভগবানের অবতার কর্তৃক ভগবানের কার্যকলাপই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের স্বাভাবিক ভাষ্য। দ্বাপর যুগের শেষে ব্যাসদেব সত্যবতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, এবং তাই এখানে দ্বাপরাদৌ বা “দ্বাপর যুগের শুরুতে” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রসঙ্গে ‘কলিযুগ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে’—এই অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামীর মতে গাছের অগ্রভাগটি যেমন গাছের শুরু বলে বর্ণনা করা হয়, সেই যুক্তি অনুসারে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গাছের গোড়াটি হচ্ছে গাছের শুরু কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে যেহেতু গাছের আগাটি সবার আগে চোখে পড়ে, তাই অনেক সময় গাছের অগ্রভাগটিকেই গাছের শুরু বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ৯

পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈর্গুণ্য উত্তম শ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥৯॥

পরিনিষ্ঠিতঃ—যিনি পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেছেন; অপি—সত্ত্বেও;
নৈর্গুণ্যে—চিন্ময় স্তরে; উত্তম—জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত; শ্লোক—শ্লোক;
লীলয়া—লীলার দ্বারা; গৃহীত—আকৃষ্ট হয়ে; চেতাঃ—চিত্ত; রাজর্ষে—হে রাজর্ষি;
আখ্যানম্—বর্ণনা; যৎ—যা; অধীতবান্—আমি অধ্যয়ন করেছি।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকলেও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের
লীলার দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করেছি।

তাৎপর্য

প্রথমে মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরম সত্যকে
উপলব্ধ হয়, এবং পরে অপ্রাকৃত জ্ঞানের উন্নতি সাধনের ফলে তাঁকে পরমাত্মা রূপে
জানা যায়। কিন্তু যদি ভগবানের কৃপায় নির্বিশেষবাদী শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তম জ্ঞানের
আলোকে উদ্ভাসিত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। সীমিত
জ্ঞানের দ্বারা আমরা পরম তত্ত্বকে একজন ব্যক্তিরূপে ধারণা করতে পারি না, এবং মূর্খ
নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার চিন্ময়ত্ব অস্বীকার করে অপরাধ করে।
কিন্তু যুক্তি এবং তর্ক উভয়ই পরম তত্ত্বের সমীপবর্তী হওয়ায় চিন্ময় পন্থার সঙ্গে যুক্ত
হয়ে গোড়া নির্বিশেষবাদীদেরও পরমেশ্বর ভগবানের লীলার প্রতি আকর্ষণ করে। শ্রীল
শুকদেব গোস্বামীর মতো ব্যক্তি কখনো কোন জড় কার্যকলাপের দ্বারা আকৃষ্ট হতে
পারেন না, কিন্তু এই প্রকার একজন পরমার্থবাদী যখন উন্নত প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে
নিশ্চিত হন, তখন স্বাভাবিকভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার প্রতি আকৃষ্ট হন।
ভগবান চিন্ময় এবং তাঁর লীলাও চিন্ময়। তিনি নিষ্ক্রিয় নন অথবা নির্বিশেষ নন।

শ্লোক ১০

তদহং তেহভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্ ।
যস্য শ্রদ্ধধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥১০॥

তৎ—তা; অহম্—আমি; তে—আপনাকে; অভিধাস্যামি—শোনাব;
মহাপৌরুষিকঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত; ভবান্—আপনি; যস্য—
যার; শ্রদ্ধধতাম—যিনি সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা এবং সৌজন্য প্রদর্শন করেন; আশু—

অত্যন্ত শীঘ্র ; স্যাৎ—হয় ; মুকুন্দে—মুক্তি প্রদাতা পরমেশ্বর ভগবানে ; মতিঃ—শ্রদ্ধা ; সতী—নিশ্চল ।

অনুবাদ

আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবত আপনাকে শোনাব, কেননা আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত । যে ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁর শীঘ্রই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দে রতি উৎপন্ন হয় ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত সর্বজনবিদিত বৈদিক জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান লাভ করতে হয় অবরোহ পন্থায় বা গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় । ভৌতিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং গবেষণার প্রবণতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান লাভে পূর্ণ প্রগতি নির্ভর করে সদগুরুর কৃপার উপর । শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখনই কেবল আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বিদ্যার্থীর কাছে সেই জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয় । কিন্তু তা বলে এই প্রক্রিয়াটিকে কোন রকম যাদু বা ভেল্কিবাজি বলে ভুল করা উচিত নয় । এমন নয় যে গুরুদেব একজন যাদুকরের মতো শিষ্যকে তড়িৎ-প্রবাহে আবিষ্ট করার মতো সেই জ্ঞান ঢুকিয়ে দেন । সদগুরু বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর শিষ্যের কাছে সবকিছু বিশ্লেষণ করেন । শিষ্য তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করেন না, তা তিনি লাভ করেন বিনম্র প্রণম এবং সেবার মাধ্যমে । অর্থাৎ, গুরুদেব এবং শিষ্য উভয়কেই উপযুক্ত হতে হয় । এখানে, গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর মহান পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা যথাযথভাবে কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন, আর শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক মহান ভক্ত । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হচ্চেন তিনি যিনি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করেন যে কৃষ্ণভক্ত হলে পারমার্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত হওয়া যায় । সেই শিক্ষা ভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভবদগীতায় প্রদান করেছেন, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে তিনিই (শ্রীকৃষ্ণ) হচ্চেন সবকিছু, এবং সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে সর্বতোভাবে পবিত্র হওয়া যায় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবিচল শ্রদ্ধা মানুষকে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষালাভের যোগ্যতা প্রদান করে এবং যিনি শুকদেব গোস্বামীর মতো পরম শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন তিনি যে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো অন্তিমকালে মুক্তিলাভ করবেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই । পেশাদারী ভাগবত পাঠক এবং মিছা ভক্ত, যাদের শ্রদ্ধা একসপ্তাহ ব্যাপী শ্রবণের উপর আধারিত, তারা শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ থেকে ভিন্ন । শ্রীল ব্যাসদেব শুকদেব গোস্বামীকে জন্মাদ্যস্য শ্লোক থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা দান করেছিলেন, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও সেইভাবে তা মহারাজ পরীক্ষিতের

কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধে) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাঁর ভক্তিময় স্বরূপে মহাপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভক্তিভাবে মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই কলিযুগের অত্যন্ত অধঃপতিত জীবদের তাঁর বিশেষ কৃপা দান করার জন্য তিনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মহাপুরুষ স্বরূপের বন্দনা করার উপযুক্ত দু'টি শ্লোক রয়েছে—

ধোয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
 তীর্থস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
 ভূত্যাতিহং প্রণতপাল ভবাক্ষিপোতং
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
 তাত্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেঞ্জিত রাজ্যলক্ষ্মীং
 ধর্মিষ্ঠ আর্ঘ্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
 মায়ামৃগং দয়িতয়েঞ্জিতমম্বধাবদ্
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

(ভাঃ ১১/৫/৩৩-৩৪)

অর্থাৎ, পুরুষ মানে ভোক্তা, আর মহাপুরুষ মানে পরম ভোক্তা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী হওয়ার যোগ্য, তাঁকে বলা হয় মহাপৌরুষিক। কেউ যখন মনোযোগ সহকারে উপযুক্ত বস্তুর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তখন তিনি অবশ্যই মুক্তিদানে সক্ষম ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শোনার ব্যাপারে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ঐকান্তিক শ্রোতা আর কেউ নেই, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো শ্রীমদ্ভাগবতের সুযোগ্য বক্তা আর কেউ নেই। তাই কেউ যদি আদর্শ বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অথবা আদর্শ শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের মতো মুক্তি লাভ করবেন। মহারাজ পরীক্ষিত মোক্ষ লাভ করেছিলেন কেবল শ্রবণের দ্বারা, আর শুকদেব গোস্বামী মোক্ষ লাভ করেছিলেন কেবল কীর্তনের দ্বারা। শ্রবণ এবং কীর্তন নবধা ভক্তির দুটি প্রধান অঙ্গ, এবং এই ভক্ত্যাঙ্গগুলি যদি আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করা হয়, তাহলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই জন্মাদ্যস্য শ্লোক থেকে শুরু করে দ্বাদশ স্কন্ধের অন্তিম শ্লোক পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে শুনিয়েছিলেন তাঁর ভববন্ধন মোচনের জন্য। পদ্ম-পুরাণে উল্লেখ আছে যে গৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষকে নিয়মিতভাবে শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক কীর্তিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে মহারাজ অম্বরীষ শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক কীর্তিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করেছিলেন। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে যথার্থই আগ্রহী, তিনি বিচ্ছিন্নভাবে এখান থেকে কিছু অংশ বা ওখান থেকে কিছু

অংশ—এইভাবে না পড়ে মহারাজ অশ্বরীষ বা মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সুযোগ্য প্রতিনিধির কাছ থেকে তা যথাযথভাবে শ্রবণ করবেন।

শ্লোক ১১

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্‌মানুকীৰ্তনম্ ॥১১ ॥

এতৎ—এই; নির্বিদ্যমানানাম্—যারা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত; ইচ্ছতাম্—যারা সর্বপ্রকার জড় সুখভোগে ইচ্ছুক; অকুতোভয়ম্—সর্বপ্রকার সংশয় এবং ভয় থেকে মুক্ত; যোগিনাম্—আত্মতৃপ্তদের; নৃপ—হে রাজন্; নির্ণীতম্—নিশ্চিত সত্য; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; নাম—পবিত্র নাম; অনু—সর্বদা অনুসরণ করে; কীর্তনম্—কীর্তন।

অনুবাদ

হে রাজন্! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধি লাভের নিশ্চিত তথা নিভীক মার্গ। এমনকি যারা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যারা সবরকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং যারা দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলে আত্ম-তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই এইটিই হচ্ছে সিদ্ধিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হওয়ার নিতান্ত আবশ্যিকতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মানুষ বিভিন্ন উপায়ে সিদ্ধিলাভের বাসনা করেন। সাধারণত যারা জড়বাদী, তারা পূর্ণরূপে জড় সুখভোগ করতে চায়। তাদের পরবর্তী স্তরে রয়েছেন সেই সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা, যারা জড় সুখভোগের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন এবং তাই মায়িক জীবন থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা সাধারণত আত্মজ্ঞান লাভ করার ফলে আত্মতৃপ্ত। তাঁদের উর্ধ্বে রয়েছেন ভগবদ্ভক্ত, যারা জড়-জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনাও করেন না। তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করতে চান। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তেরা কখনও তাঁদের নিজেদের জন্য কিছু চান না। ভগবান যদি চান তাহলে ভক্তরা সবরকম জড় সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করতে পারেন, এবং ভগবান যদি তা না চান তাহলে ভগবদ্ভক্তরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা হেলাভরে পরিত্যাগ করতে পারেন, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত। তাঁরা আত্মারামত্বও পর্যন্ত কামনা করেন না, কেননা তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই সন্তুষ্টি কামনা করেন। এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী

ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং শ্রবণের ফলে ভগবানের অপ্ৰাকৃত রূপের সঙ্গে পরিচয় হয়, এবং তারপর ভগবানের গুণ, লীলা আদি দিব্য প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করার পর নিরন্তর তা কীর্তন করা উচিত। অর্থাৎ, মহাজনদের কাছ থেকে শ্রবণ করা প্রথম কর্তব্য। দিব্য নাম শ্রবণ থেকে ধীরে ধীরে তাঁর রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি শ্রবণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে উত্তরোত্তর তাঁর মহিমা কীর্তনের আবশ্যকতা উৎপন্ন হয়। এই বিধি কেবল সফলতা সহকারে ভক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি যারা জড় বিষয়ে আসক্ত তাদের জন্যও। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতে, সাফল্য লাভের এইটিই যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তা কেবল তাঁরই সিদ্ধান্ত নয়, পূর্ববর্তী আচার্যদেরও। তাই, আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এই পন্থা কেবল বিভিন্ন স্তরের আদর্শবাদীদের সাফল্য লাভের জন্যই কেবল নয়, উপরন্তু কর্মী, জ্ঞানী অথবা ভক্তরূপে ইতিমধ্যেই সাফল্য লাভ যারা করেছেন, তাদের জন্যও।

শ্রীল জীব গোস্বামী উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তা অবশ্যই নিরপরাধে করা উচিত। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে ভগবানের চরণে সমস্ত অপরাধ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের পবিত্র নামের চরণে অপরাধ করে, তাহলে তা থেকে কোন মতেই রক্ষা পাওয়া যায় না। পদ্ম-পুরাণে এই প্রকার দশটি নাম অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অপরাধ হচ্ছে, যে সমস্ত মহান ভক্ত ভগবানের মহিমা প্রচার করেন তাঁদের নিন্দা করা। দ্বিতীয় অপরাধ, জড়-জাগতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের পবিত্র নামকে দর্শন করা। ভগবান সর্বলোক-মহেশ্বর, তাই বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারেন, কিন্তু তার দ্বারা কোনভাবে ভগবানের পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। ভগবানের যে কোন নাম ভগবানেরই মতো পবিত্র, কেননা তা ভগবানকে ইঙ্গিত করে। ভগবানের এই সমস্ত নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তি-সম্পন্ন, এবং এই জগতের যে কোন স্থানে ভগবানের কোন এক বিশেষ নামের কীর্তন করতে তথা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে কারো কোন বাধা নেই। ভগবানের সমস্ত নামই মঙ্গলময়, এবং সেই নামকে কখনও জড়জাগতিক বস্তু বলে মনে করা উচিত নয়। তৃতীয় অপরাধ হচ্ছে সদগুরু বা আচার্যদের নির্দেশের অবজ্ঞা করা। চতুর্থ অপরাধ হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা। পঞ্চম অপরাধ, জড় বিচারের দ্বারা ভগবানের দিব্য নামের অর্থ নিরূপণ করা। ভগবানের নাম এবং ভগবান এক, এবং তাই ভগবানের নামকে ভগবান থেকে অভিন্ন বলে জানা উচিত। ষষ্ঠ অপরাধ হচ্ছে কল্পনার দ্বারা ভগবানের নামকে ব্যাখ্যা করা। ভগবান কাল্পনিক নন, এবং তাঁর পবিত্র নামও কাল্পনিক নয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে ভগবান হচ্ছেন তাঁর উপাসকদের

কল্পনাপ্রসূত এবং তাই তাঁর নামও কল্পনাপ্রসূত। সেই মনোভাব নিয়ে যারা ভগবানের নাম কীর্তন করে, তারা কখনই নাম কীর্তনের বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। সপ্তম অপরাধ হচ্ছে নামের বলে পাপ আচরণ করা। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যারা সেই সুযোগ গ্রহণ করে পাপ আচরণ করতে থাকে এবং মনে করে যে ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে তাদের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে, তারা নাম প্রভুর চরণে সবচাইতে বড় অপরাধী। সেই প্রকার অপরাধীদের কোনভাবেই অপরাধ মোচন হয় না। ভগবানের নাম কীর্তন করতে শুরু করার পূর্বে কেউ পাপী থাকতে পারে, কিন্তু নাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করার পর সমস্ত পাপ কার্য থেকে নিরস্ত হওয়া উচিত এবং আশা করা উচিত যে নাম কীর্তনের পস্থা তাকে রক্ষা করবে। অষ্টম অপরাধ হচ্ছে ভগবানের নাম কীর্তনকে জড়জাগতিক পুণ্য কর্মের সমতুল্য বলে মনে করা। জাগতিক সুবিধা লাভের জন্য নানাপ্রকার সংকর্ম রয়েছে, কিন্তু ভগবানের নাম কীর্তন এই ধরনের কোন শুভ কর্ম নয়। ভগবানের নাম কীর্তন নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক, কিন্তু জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কখনও নাম কীর্তনের এই পস্থাকে ব্যবহার করা উচিত নয়। যেহেতু ভগবানের নাম এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন, তাই কখনও তথাকথিত মানব সেবার জন্য ভগবানের নামকে ব্যবহার করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনি কারও ভৃত্য বা আজ্ঞাবহ দাস নন। তেমনই, ভগবানের নামও হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পরম ভোক্তা এবং পরম প্রভু, তাই ব্যক্তিগত সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে পবিত্র নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়।

নবম অপরাধ হচ্ছে নাম কীর্তনে পরাজ্জ্বল্য ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের পবিত্র নামের দিব্য প্রকৃতির বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। অনিচ্ছুক শ্রোতাদের কাছে যদি সেই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেটি নাম প্রভুর চরণে একটি অপরাধ। দশম অপরাধ হচ্ছে পবিত্র নামের দিব্য প্রভাব সম্বন্ধে শ্রবণ করা সত্ত্বেও ভগবানের নামের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হওয়া। ভগবানের পবিত্র নাম প্রভাবে কীর্তনকারী ব্যক্তি মিথ্যা অহংকারের কবল থেকে মুক্ত হয়। নিজেকে জগতের ভোক্তা এবং জগতের সমস্ত বস্তুকে নিজের ভোগের সামগ্রী বলে মনে করাটাই হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। সমগ্র জড় জগৎ আবর্তিত হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকার প্রসূত “আমি” এবং “আমার” ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে। কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১২

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।

বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥১২॥

কিম্—কি; প্রমত্তস্য—প্রমত্ত বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তির; বহুভিঃ—বহুর দ্বারা; পরোক্ষৈঃ—অনভিজ্ঞ; হায়নৈঃ—বর্ষ; ইহ—এই জগতে; বরম্—শ্রেয়; মুহূর্তম্—

এক মুহূর্ত ; বিদিতম্—চেতন ; ঘটতে—চেষ্টা করতে পারে ; শ্রেয়সে—পরমার্থের বিষয়ে ; যতঃ—যার দ্বারা ।

অনুবাদ

বিষয়ভোগে প্রমত্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনে কি লাভ ? তার থেকে বরং পূর্ণ চেতনাসম্পন্ন এক মুহূর্তও শ্রেয়, কেননা তার ফলে পরমার্থ সাধনের অন্বেষণ শুরু হয় ।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রতিটি প্রগতিশীল ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। মহারাজ পরীক্ষিতকে, যার জীবনের আর কেবল সাতটি মাত্র দিন বাকী ছিল, অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীল-শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে শত শত বৎসর বেঁচে থাকা নিষ্প্রয়োজন, তার থেকে বরং জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা ভাল। জীবনের পরমার্থ নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। যারা জড়া-প্রকৃতির বহিরঙ্গা রূপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তারা আহাৰ, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনাди পশুপ্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনের মূল্যবান বছরগুলি অপচয় করে। আমাদের পূর্ণ চেতনা সহকারে অবগত হওয়া উচিত যে বদ্ধ জীব মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয় আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভের জন্য, এবং ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করাই হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের সবচাইতে সহজ পন্থা। পূর্ববর্তী শ্লোকে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেই নাম প্রভুর চরণে বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও গভীরভাবে আলোকপাত করতে পারি। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বিভিন্ন প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নাম প্রভুর চরণে অপরাধ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। বিষ্ণুযামলতন্ত্র থেকে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রমাণ করেছেন যে কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে জীব সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করা উচিত নয় এবং ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তের উচিত সেই নিন্দুকের জিহ্বা কেটে তাকে নিরস্ত করা। আর তা করতে সক্ষম না হলে সেই নিন্দা শ্রবণ করার থেকে আত্মহত্যা করা শ্রেয়। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করা উচিত নয় এবং অন্য কাউকে নিন্দা করতে দেওয়া উচিত নয় বা তা অনুমোদন করা উচিত নয়। ভগবানের পবিত্র নাম থেকে দেবদেবীদের নামের পার্থক্য নিরূপণ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রে (ভঃ গীঃ ১০/৪১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সমস্ত জীবেরা হচ্ছেন পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ঈশ্বর আর অন্য সকলেই তাঁর ভূত্য ; ভগবান থেকে কেউই স্বতন্ত্র নয়। যেহেতু কেউই ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ

অথবা তাঁর সমকক্ষ নয়, তাই কারও নামই ভগবানের নামের মতো শক্তিশালী হতে পারে না। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে ভক্তির সমস্ত উৎস থেকে শক্তি আহরণ করা যায়, তাই অন্য কোন নামকে পরম পবিত্র ভগবানের নামের সমপর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়। ব্রহ্মা, শিব অথবা অন্য কোন শক্তিশালী দেবতারা কখনই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সমকক্ষ হতে পারেন না। শক্তিশালী ভগবানের দিব্য নাম অবশ্যই জীবকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ ভগবানের দিব্য নামের অপ্রাকৃত বলে পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে সে হচ্ছে সবচাইতে অধঃপতিত মানুষ। ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধিরা কখনই সেই প্রকার মানুষকে ক্ষমা করেন না। তাই নিরপরাধে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার উদ্দেশ্যে জীবনের সবকিছু সর্বতোভাবে ব্যবহার করা উচিত। সেই কার্য যদি এক মুহূর্তের জন্যও সম্পাদিত হয়, তাহলে তা বৃক্ষ আদি জীবদের পারমার্থিক প্রগতিবিহীন শত-সহস্র বর্ষ ব্যাপী জীবনের থেকেও অনেক গুণ শ্রেয়।

শ্লোক ১৩

খট্ভাগো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বৈয়ত্তামিহাযুষঃ ।

মুহূর্তাৎসর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥১৩॥

খট্ভাগঃ—মহারাজ খট্ভাগ ; নাম—নামক ; রাজর্ষিঃ—ঋষি সদৃশ রাজা ; জ্ঞাত্বা—জেনে ; ইয়ত্তাম্—স্থিতি ; ইহ—এই জগতে ; আযুষঃ—আয়ু ; মুহূর্তাৎ—মুহূর্তের মধ্যে ; সর্বম্—সব কিছু ; উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে ; গতবান্—শরণ গ্রহণ করেছিলেন ; অভয়ম্—অভয় ; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবানের ।

অনুবাদ

রাজর্ষি খট্ভাগ যখন জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ুর আর এক মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করে শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হয়েছিলেন ।

তাৎপর্য

বিচক্ষণ মানুষদের সর্বদা মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। জড়-জাগতিক জীবনের আবশ্যিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য কর্ম করাটাই সবকিছু নয়। পরবর্তী জীবনের সবচাইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা সচেতন থাকা কর্তব্য। সেই পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করাটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এখানে যে মহারাজ খট্ভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি। কেননা রাজ্য শাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হন নি। মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ

পরীক্ষিৎ আদি অন্যান্য রাজর্ষিরাও ঠিক এরকমই ছিলেন। মানব জীবনের প্রথম কর্তব্য সাধনে তাঁরা সকলেই ছিলেন আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্বর্গের দেবতারা মহারাজ খট্ভাঙ্গের কাছে প্রার্থনা করে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং প্রবল বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহারাজ খট্ভাঙ্গ স্বর্গের দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বর্গের দেবতারা তাঁকে কোন বর দিতে চান। কিন্তু মহারাজ খট্ভাঙ্গ তাঁর জীবনের পরম কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকার ফলে দেবতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি আর কতদিন জীবিত থাকবেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মহারাজ খট্ভাঙ্গ জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে বর গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে তৎপর ছিলেন। দেবতারা তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর আয়ুষ্কালের আর এক মুহূর্ত সময় অবশিষ্ট রয়েছে। মহারাজ খট্ভাঙ্গ তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ স্বর্গলোক ত্যাগ করে পৃথিবীতে ফিরে এসে পরমেশ্বর ভগবানের অভয় চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সেই মহান চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছিলেন এবং মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই চেষ্টা এক মুহূর্তের জন্য হলেও রাজর্ষি খট্ভাঙ্গ সফল হয়েছিলেন, কেন না, তিনি সর্বদা তাঁর জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যদিও মহারাজ পরীক্ষিতের আয়ুর আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তথাপি মহাত্মা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতরূপে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে। ভগবানের ইচ্ছায় মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হয়েছিল, এবং যে পারমার্থিক সম্পদ তিনি প্রদান করেছিলেন তা সুন্দরভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে নিবন্ধ হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ ।

উপকল্পয় তৎসর্বং তাবদ্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥১৪ ॥

তব—আপনার; অপি—ও; এতর্হি—অতএব; কৌরব্য—হে কুরু-বংশজ; সপ্তাহম্—সাতদিন; জীবিত—জীবিত; অবধিঃ—সীমা; উপকল্পয়—সম্পাদন করুন; তৎ—তারা; সর্বম্—সমস্ত; তাবৎ—ততক্ষণ; যৎ—যা; সাম্পরায়িকম্—পারলৌকিক অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

হে কুরুবংশ-প্রদীপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার আয়ুষ্কালের আর মাত্র সাতদিন অবশিষ্ট আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক উদ্দেশ্য সাধন করুন।

তাৎপর্য

যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, সেই মহারাজ খট্টাঙ্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে এই বলে উৎসাহিত করেছিলেন যে তাঁর জীবনের আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং তিনি অনায়াসে সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। পরোক্ষভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে তিনি যেন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে ভগবানের শব্দরূপী প্রকাশ বা শব্দব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার মাধ্যমেই সকলে তাঁদের পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন। এই আচার কেবল আনুষ্ঠানিক নয়, অধিকন্তু সেগুলি অনুকূলভাবে সম্পাদন করতে হয়। এ বিষয়ে এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৫

অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গত সাধ্বসঃ ।

হিন্দ্যাদসঙ্গ শস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহনু যে চ তম্ ॥১৫ ॥

অন্তকালে—জীবনের অন্তিম সময়ে; তু—কিন্তু; পুরুষঃ—ব্যক্তি; আগতে—আগমন করে; গতসাধ্বসঃ—মৃত্যুভয়হীন; হিন্দ্যাৎ—ছেদন করতে হবে; অসঙ্গ—অনাসক্তি; শস্ত্রেণ—অস্ত্রের দ্বারা; স্পৃহাম্—সমস্ত কামনা-বাসনা; দেহে—যে বন্ধনের বিষয়ে; অনু—সম্পর্কিত; যে—সেসব; চ—ও; তম্—তারা।

অনুবাদ

জীবনের অন্তিম সময়ে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহ সম্পর্কিত সমস্ত বন্ধন ছেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

স্থূল জড়বাদের মূর্খতা হচ্ছে যে মানুষ জড় জগতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে চায়, যদিও সকলেই জানে যে মূল্যবান মানবীয় শক্তির দ্বারা মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সে সব তাদের একদিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি মূর্খেরা, যাদের আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, মনে করে যে জীবনের কয়েকটি বছরই সবকিছু এবং মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জ্ঞানসম্পন্ন তথাকথিত বিজ্ঞানীমণ্ডলী মানুষের জীবনীশক্তিকে হ্রাস করছে এবং তার ভয়াবহ পরিণাম গভীরভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জড়বাদীরা ভেবে দেখে

না যে তাদের পরবর্তী জীবনে কি হবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রাথমিক উপদেশ হচ্ছে বর্তমান দেহের বিনাশের পরেও যে জীবের স্বরূপের বিনাশ হয় না সে সম্বন্ধে অবগত হওয়া। কেননা এই জড় শরীর তো কেবল আত্মার একটি বহিরাবরণ মাত্র। ঠিক যেমন পুরান বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করা হয়, ঠিক তেমনই জীবেরও দেহের পরিবর্তন হয়, এবং দেহের এই পরিবর্তনকে বলা হয় মৃত্যু। অতএব মৃত্যু হচ্ছে বর্তমান জীবনের শেষে দেহ পরিবর্তনের একটি পন্থা মাত্র। বুদ্ধিমান মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সেজন্য প্রস্তুত হওয়া এবং পরবর্তী জীবনে যাতে এর থেকেও ভাল ধরনের শরীর পাওয়া যায় সেজন্য চেষ্টা করা। সর্বশ্রেষ্ঠ শরীর হচ্ছে চিহ্নায় শরীর, যা ভগবদ্ধামে বা চিহ্নায় লোকে ফিরে গেলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। তবে শরীরের পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে এখন থেকেই প্রস্তুত করতে শুরু করা। মূর্খ মানুষেরা বর্তমান অনিত্য জীবনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই মূর্খ নেতারা মানুষের কাছে দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তার ভিত্তিতে আবেদন করে। দেহের সম্পর্ক কেবল এই দেহটির মধ্যেই সীমিত নয়, তা আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, সমাজ, দেশ এবং অন্য অনেক কিছুতে আরোপিত হয়, যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর মানুষ বর্তমান শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর কথা ভুলে যায়। তার কিছুটা অনুভব আমাদের হয় রাত্রে ঘুমবার সময়। যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তখন দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর কথা আমরা ভুলে যাই, যদিও সেই বিস্মৃতি সাময়িক—কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। মৃত্যু কয়েক মাস ব্যাপী নিদ্রা ছাড়া আর কিছু নয়, যার মাধ্যমে কোন একটি শরীরের বন্ধন সূচিত হয় এবং সেই শরীরটি আমরা লাভ করি আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রকৃতির দানরূপে। তাই এই শরীরের অবস্থানকালে আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা জীবনের যে কোন স্তরে লাভ করতে শুরু করা যায়, এমনকি মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও তা শুরু করা যায়। তবে সাধারণ পন্থা হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে তা লাভ করা। এই শিক্ষা যে সমাজে দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম বা সনাতন ধর্ম, যা হচ্ছে মানবজীবনকে সম্পূর্ণরূপে সফল করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই পন্থায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলে সবরকম পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক বন্ধন পরিত্যাগ করতে হয়; আরও ভাল হয় যদি তা তারও আগে করা যায়। বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের শিক্ষা দেওয়া হয় পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির জন্য। মূর্খ জড়বাদীরা জনসাধারণের নেতা সেজে পারিবারিক বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না করে তাদের প্রতি আসক্ত থাকে, এবং এইভাবে তারা প্রকৃতির নিয়মের শিকার হয় ও তাদের কর্ম অনুসারে স্থূল জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার মূর্খ নেতারা তাদের জীবনের শেষে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু শ্রদ্ধা পেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সকলের হাত পা দৃঢ়ভাবে

বৈধে রেখেছে প্রকৃতির যে নিয়ম, তার থেকে রেহাই পাবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে স্বেচ্ছায় পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত আসক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রূপান্তরিত করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত পারিবারিক আসক্তির বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। উন্নততর বাসনা লাভের প্রচেষ্টা করা কর্তব্য, তা না হলে এই প্রকার কুৎসিত বাসনাগুলি পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে না। বাসনা জীবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীব নিত্য এবং তাই তার বাসনাও নিত্য। তাই মানুষ ইচ্ছা করা ছেড়ে দিতে পারে না, তবে ইচ্ছার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা যায়। তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাসনা বিকশিত করা অবশ্য কর্তব্য এবং তার ফলে জড় লাভ, জড় প্রতিষ্ঠা, জড় যশ ইত্যাদির বাসনাগুলি ভগবদ্ভক্তি বিকাশের মাত্রা অনুসারে হ্রাস পেতে থাকবে। জীবের কর্তব্য হচ্ছে সেবা করা, এবং সেই সেবার প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত বাসনা। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে পথের নগণ্য ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই কারও না কারও সেবা করছে। এই সেবাবৃত্তির পূর্ণতা তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যখন সেই সেবার বাসনা জড় বস্তু থেকে আত্মায়, অথবা শয়তান থেকে পরমেশ্বর ভগবানে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্লোক ১৬

গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।

শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎকল্লিতাসনে ॥১৬॥

গৃহাৎ—গৃহ থেকে; প্রব্রজিতঃ—নিষ্ক্রান্ত হয়ে; ধীরঃ—আত্মসংযত; পুণ্য—পুণ্য; তীর্থ—তীর্থস্থান; জলাপ্লুতঃ—পূর্ণরূপে ধৌত হয়ে; শুচৌ—পবিত্র হয়ে; বিবিক্তে—নির্জনে; আসীনঃ—উপবিষ্ট হয়ে; বিধিবৎ—নিয়মানুসারে; কল্লিত—সম্পন্ন করে; আসনে—আসনে।

অনুবাদ

গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মসংযম অনুশীলন করা মানুষের কর্তব্য। কোন তীর্থস্থানে নিয়মিতভাবে স্নান করে তিনি যথাযথভাবে পবিত্র হবেন এবং নির্জন স্থানে আসন রচনা করে তাতে উপবেশন করবেন।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্রেষ্ঠতর জীবনের প্রস্তুতির জন্য সকলের উচিত তথাকথিত গৃহ ত্যাগ করা। বর্ণাশ্রম ধর্ম বা সনাতন ধর্মের প্রথায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে যত শীঘ্র সম্ভব পারিবারিক বন্ধন থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। আধুনিক সভ্যতা পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অতি উন্নত সুযোগ-সুবিধার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাই অবসর গ্রহণের পর সকলেই আসবাবপত্রের দ্বারা সুসজ্জিত এবং সুন্দরী রমণী এবং

শিশুদের দ্বারা পরিবৃত্ত গৃহে অত্যন্ত আরামদায়কভাবে জীবন যাপন করতে চায়। সেই আরামদায়ক গৃহটি থেকে চলে যাওয়ার কোন বাসনা তাদের থাকে না। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং মন্ত্রীরা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পদটি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে এবং স্বপ্নেও তারা তাদের সেই গৃহসুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। সেই মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা অধিকতর আরামদায়ক আরেকটি জীবনের জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনা করে, কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু নির্দয়ভাবে সেই সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনাকারীদের বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করে অন্য আরেকটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের এইভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল অনুসারে চুরাশী লক্ষ বিভিন্ন যোনির মধ্যে একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। যে সমস্ত মানুষ তাদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সাধারণত কর্মের ফল অনুসারে নিম্নস্তরের শরীর দান করা হয়, এবং এই ভাবে মানবজীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় হয়। মানবজীবনের অপচয়ের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং অলীক বস্তুর প্রতি আসক্ত না হওয়ার জন্য মানুষকে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে সাবধান হওয়া উচিত, আর তার পূর্বেই যদি তা করা হয় তাহলে তো আরও ভাল। সকলের জানা উচিত যে মৃত্যুর ভয় সর্বদাই বর্তমান, এমনকি পঞ্চাশ বছর বয়সের পূর্বেও মৃত্যু আমাদের গ্রাস করতে পারে। তাই জীবনের যে কোন অবস্থায় পরবর্তী শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। সনাতন ধর্ম ব্যবস্থায় মানব জীবনের অপূর্ব সুন্দর সুযোগটি নষ্ট না করে পরবর্তী জীবনটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য অনুগামীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থস্থানগুলি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরবর্তী জীবনটি ভালভাবে গড়ে তোলার জন্য। বুদ্ধিমান মানুষদের আবশ্যিক কর্তব্য হচ্ছে জীবনের শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বয়সের পর পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই সমস্ত তীর্থস্থানগুলিতে গিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা। জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গৃহত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা মৃত্যু পর্যন্ত কেউ যদি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে কোনমতেই জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় বিষয়ে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক মুক্তি বলতে যে কি বোঝায় তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তা বলে আবার গৃহত্যাগ করার পর অথবা তীর্থস্থানে গিয়ে বৈধ বা অবৈধভাবে আরেকটি গৃহ নির্মাণ করে আত্মতুষ্ট হওয়া উচিত নয়। বহু মানুষ গৃহত্যাগ করে তীর্থস্থানে যায়, কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রভাবে পুনরায় অবৈধভাবে স্ত্রী-সঙ্গ করে সংসারী হয়। মায়ার মোহিনী শক্তি এতই প্রবল যে জীবনের প্রতিটি অবস্থায়, এমনকি সুখী গৃহ পরিত্যাগ করার পরেও মানুষ আবার বিভিন্ন প্রকার মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই যৌনলিপ্সা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন করে আত্মসংযম অনুশীলন করা উচিত। যে মানুষ তার সত্তার যথার্থ উন্নতি সাধন করতে চায়, তার পক্ষে যৌন-ক্ৰীড়া আত্মহত্যা করার মতো অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট। তাই সাংসারিক জীবন

থেকে দূরে থাকার অর্থ হচ্ছে সবরকম ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা সম্পর্কে, বিশেষ করে যৌন বাসনা সম্পর্কে সংযত হওয়া। সেই অনুশীলনের বিধি হচ্ছে কুশ এবং কৃষ্ণাজিনের পবিত্র আসনে উপবেশন করে উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করা। এই প্রথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করা। এই সরল বিধিটিই কেবল সর্বোচ্চ স্তরের পারমার্থিক সাফল্য প্রদান করতে পারে।

শ্লোক ১৭

অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদব্রহ্মাক্ষরং পরম্ ।

মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরণং ॥১৭ ॥

অভ্যাসে—অভ্যাস করা উচিত ; মনসা—মনের দ্বারা ; শুদ্ধম্—পবিত্র ; ত্রিবৃৎ—তিন অক্ষরের দ্বারা রচিত ; ব্রহ্ম-অক্ষরম্—চিন্ময় অক্ষর ; পরম্—পরম ; মনঃ—মন ; যচ্ছেৎ—বশীভূত করে ; জিত-শ্বাসঃ—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ; ব্রহ্ম—পরম ; বীজম্—বীজ ; অবিস্মরণ—বিস্মৃত না হয়ে ।

অনুবাদ

এইভাবে উপবেশন করে তিনটি চিন্ময় অক্ষর (অ-উ-ম) দ্বারা রচিত বীজমন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করবেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে মনকে বশীভূত করবেন, যাতে কখনও চিন্ময় বীজটির বিস্মরণ না হয় ।

তাৎপর্য

ওঁ-কার বা প্রণব হচ্ছে চিন্ময় উপলক্ষির বীজ ; এবং তা অ-উ-ম তিনটি চিন্ময় অক্ষর দ্বারা রচিত। অভিজ্ঞ মহাযোগীদের দ্বারা উপদিষ্ট সমাধি লাভের দিব্য অথচ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রাণায়াম সহকারে মানসে এই প্রণব জপের ফলে বিষয়াসক্ত মনকে বশীভূত করা যায়। মনের অভ্যাস পরিবর্তন করার এইটিই হচ্ছে পন্থা। মনকে হত্যা করতে হয় না। মন অথবা বাসনা রোধ করা যায় না, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলক্ষি লাভের উদ্দেশ্যে মনের বৃত্তির পরিবর্তন করতে হয়। মন হচ্ছে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলির কেন্দ্রবিন্দু, তাই যদি চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার প্রকৃতি পরিবর্তন করা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মেন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। ওঁ-কার সমস্ত চিন্ময় ধ্বনির বীজ এবং চিন্ময় ধ্বনিই কেবল মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এমনকি উন্মাদ ব্যক্তিকেও চিন্ময় ধ্বনির দ্বারা চিকিৎসা করার ফলে সুস্থ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রণব বা ওঁকারকে পরম সত্যের প্রত্যক্ষ এবং আক্ষরিক অভিব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে। কেউ যদি উপযুক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম সরাসরিভাবে উচ্চারণ না করতে পারে, তিনি অনায়াসে প্রণব (ওঁকার) জপ

করতে পারেন। এই ওঁকার হচ্ছে এক সম্বোধন, যথা—‘হে ভগবান’। ওঁ হরি। ওঁ মানে হচ্ছে ‘হে আমার প্রভু। হে পরমেশ্বর ভগবান।’ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবানের দিব্য নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। তেমনই ওঁকারও ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু যারা কনিষ্ঠ স্তরের চেতনাসম্পন্ন, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হওয়ার ফলে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ অথবা নাম উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের যান্ত্রিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলনের মাধ্যমে মানসে প্রণব (ওঁকার) নিরন্তর উচ্চারণ করার মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির অনুশীলনের শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি যেহেতু জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা অসম্ভব, তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু মনের মাধ্যমে এই প্রকার দিব্য উপলব্ধির শুরু হয়। ভক্তেরা সরাসরিভাবে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানে তাঁদের মনকে নিবদ্ধ করেন। কিন্তু যারা ব্রহ্মের এই সর্বিশেষ রূপের ধারণা করতে পারে না, তাদের পারমার্থিক প্রগতির জন্য পরম সত্যের নির্বিশেষ উপলব্ধির মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্লোক ১৮

নিয়চ্ছেদ্বিষয়েভ্যোহক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।

মনঃ কর্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥১৮॥

নিয়চ্ছেৎ—সংবরণ করে; বিষয়েভ্যঃ—ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; অক্ষান—ইন্দ্রিয়সমূহ; মনসা—মনের দ্বারা; বুদ্ধি—বুদ্ধি; সারথিঃ—সারথি; মনঃ—মন; কর্মভিঃ—সকাম কর্মের দ্বারা; আক্ষিপ্তম্—মগ্ন থেকে; শুভার্থে—পরমেশ্বরের ভগবানের জন্য; ধারয়েৎ—ধারণ করে; ধিয়া—পূর্ণ চেতনায়।

অনুবাদ

মন যখন ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থেকে তাকে সংবরণ করা হয়, এবং বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা হয়। মন স্বভাবতই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাই মনকে নিগ্রহ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বরের ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণরূপে দিব্য চেতনায় মগ্ন হওয়া।

তাৎপর্য

মনকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করার প্রথম প্রক্রিয়াটি হচ্ছে বিধিবদ্ধভাবে প্রণব ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করা। যোগের এই পন্থাটিকে বলা হয় প্রাণায়াম বা পূর্ণরূপে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাণায়ামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে ধ্যানে মগ্ন হওয়া। সেই স্তরকে বলা হয় সমাধি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সমাধির স্তরেও জড় বিষয়ে আসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যেমন, মহাযোগী বিশ্বামিত্র

মুনি সমাধিস্থ অবস্থাতেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের কবলগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং স্বর্গের অঙ্গরা মেনকার রূপে মুক্ত হয়ে তার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মন বর্তমানে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হলেও অবচেতন স্তরে অতীতের ঘটনাগুলি স্মরণ করে এবং তার ধ্যানস্থ হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই শুকদেব গোস্বামী ধ্যানের পন্থারূপে মনকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও (৬/৪৭) সেই নির্দেশই দিয়েছেন। এইভাবে চিন্ময় প্রক্রিয়ায় মনকে পবিত্র করার মাধ্যমে শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ভক্তিমূলক কার্যকলাপের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। যথাযথভাবে পরিচালিত হয়ে এই পন্থার অনুশীলন করলে চঞ্চল মনও নিশ্চিতরূপে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ১৯

তত্রেকাবয়বং ধ্যায়ৈদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।

মনো নির্বিষয়ং যুক্তা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ ।

পদং তৎপরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥১৯ ॥

তত্র—তারপর; এক—একে একে; অবয়বম্—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; ধ্যায়ৈৎ—মনকে একাগ্রীভূত করা; অব্যুচ্ছিন্নেন—সমগ্র রূপ থেকে বিযুক্ত না হয়ে; চেতসা—মনের দ্বারা; মনঃ—মন; নির্বিষয়ম্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের দ্বারা কলুষিত না হয়ে; যুক্তা—যুক্ত হয়ে; ততঃ—তারপর; কিঞ্চন—যা কিছু; ন—না; স্মরেৎ—চিন্তা করার; পদম্—ব্যক্তি; তৎ—তা; পরমম্—পরম; বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুর; মনঃ—মন; যত্র—যেখানে; প্রসীদতি—সমন্বয় সাধন করা হয়।

অনুবাদ

তারপর শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণ শরীরের ধারণা থেকে বিচ্যুত না হয়ে একে একে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করবে। তার ফলে মন ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে মুক্ত হবে। অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না। কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম সত্য, অতএব তাতেই কেবল মন সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশ-প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে মূর্খ মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত হওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং সুখ অশ্বেষণের পরম প্রাপ্তি। বিষ্ণু-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ভুক্ত চিন্ময় রূপের একটি প্রকাশ, এবং আদি বিষ্ণু-তত্ত্ব বা পরম বিষ্ণু-তত্ত্ব হচ্ছে সর্বকারণের পরম কারণ গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ। তাই, শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করা বা শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় রূপের ধ্যান করা, বিশেষ করে

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা হচ্ছে ধ্যানের চরম অবস্থা। এই ধ্যান ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু তা বলে ভগবানের পূর্ণ অবয়বের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। একে একে ভগবানের চিন্ময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করার অনুশীলন করা উচিত। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন। তিনি সবিশেষ, কিন্তু তাঁর দেহ আমাদের মতো বদ্ধ জীবদের থেকে ভিন্ন। তা না হলে পূর্ণ পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রণব ওঁকার থেকে শুরু করে শ্রীবিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করার নির্দেশ দিতেন না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরে যে বিষ্ণু-বিগ্রহের আরাধনা করার পন্থা বিদ্যমান আছে, তা কখনই পৌত্তলিকতা নয়; যদিও এক শ্রেণীর স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সে কথা প্রচার করে থাকে। এই সমস্ত মন্দিরগুলি হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় রূপের ধ্যান করার কেন্দ্র। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুর অর্চা-বিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করা উচিত। এক স্থানে স্থিরভাবে বসে থাকতে অক্ষম মানুষদের পক্ষে ধ্যান করার এটি একটি সহজ প্রক্রিয়া। এইভাবে তাঁরা তাঁদের মনকে পরে প্রণব ওঁকারে অথবা শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় অবয়বে একাগ্র করতে পারেন, যে বিষয়ে এখানে মহা ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে ওঁকার বা অ-উ-ম এই তিনটি শব্দের অপ্রাকৃত সমন্বয়ে গঠিত বীজমন্ত্রের উপর ধ্যান করার থেকে মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করা অধিকতর সহজ এবং ফলপ্রসূ। ওঁকার এবং শ্রীবিষ্ণুর রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্ব-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষেরা শ্রীবিষ্ণু এবং ওঁকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে প্রচার করে বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শ্রীবিষ্ণুর রূপ ধ্যানের চরম লক্ষ্য, এবং তাই শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করা নির্বিশেষ ওঁকারের ধ্যান করা থেকে অধিক শ্রেয়, কেননা পরবর্তী পন্থাটি পূর্ববর্তী পন্থাটির থেকে অধিক কষ্টসাপেক্ষ।

শ্লোক ২০

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ ।

যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥২০॥

রজঃ—রজোগুণ; তমোভ্যাম্—তমোগুণের দ্বারা; আক্ষিপ্তম্—বিক্ষিপ্ত; বিমূঢ়ম্—বিভ্রান্ত; মনঃ—মন; আত্মনঃ—স্বীয়; যচ্ছেৎ—সংশোধন করা; ধারণয়া—শ্রীবিষ্ণুর ধারণার দ্বারা; ধীরঃ—ধীর ব্যক্তি; হন্তি—ধ্বংস করা হয়; যা—সেই সমস্ত; তৎকৃতম্—তাদের দ্বারা সংঘটিত; মলম্—মল।

অনুবাদ

মন সর্বদাই রজোগুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং তমোগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় ধারণার দ্বারা মনের এই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি সংশোধন করা কর্তব্য, কেননা শ্রীবিষ্ণুর ধারণাই রজো ও তমোগুণপ্রসূত সমস্ত মল অপনোদন করতে পারে।

তাৎপর্য

রজো ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির ভগবত্ত্ব উপলব্ধির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত নয়। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই কেবল পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। রজো এবং তমোগুণের প্রভাবে মানুষ কামিনী এবং কাঞ্চনের প্রতি লালায়িত হয়। আর যারা কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সেই প্রবণতা কেবল শ্রীবিষ্ণুর নির্বিশেষ রূপের নিরন্তর স্মরণের মাধ্যমেই সংশোধন করা যেতে পারে। সাধারণত নির্বিশেষবাদী বা অদ্বৈতবাদীরা রজো এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে তারা মুক্ত আত্মা, কিন্তু পরম সত্যের চিন্ময় সর্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যের সর্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার ফলে তাদের হৃদয় কলুষিত। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে যে, বহু জন্মের পর নির্বিশেষ দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। ভগবানের সর্বিশেষ রূপের উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জনের জন্য পারমার্থিক মার্গে অনভিজ্ঞ নির্বিশেষবাদীদের সর্বেশ্বরবাদ দর্শনের মাধ্যমে সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

সর্বেশ্বরবাদের সর্বোচ্চ স্তরের অনুশীলনকারীকে পরম সত্যের নির্বিশেষ ধারণা পোষণ করতে দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে জড়াশক্তির মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে অনুভব করার প্রয়াস করা হয়। জীবের সেবা করার স্বাভাবিক প্রবণতার মাধ্যমে জড়া-প্রকৃতিপ্রসূত সবকিছুকেই চিন্ময়ত্ব প্রদান করা যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন কিভাবে সেবাবৃত্তির দ্বারা সবকিছুকেই চিন্ময় অস্তিত্বে রূপান্তরিত করা যায় এবং এই ভক্তির মাধ্যমেই কেবল সর্বেশ্বরবাদকে সার্থক করা সম্ভব।

শ্লোক ২১

যস্যাম্ সঙ্কার্যমাণায়াম্ যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ ।

আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥২১॥

যস্যাম্—এই প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত স্মরণের দ্বারা; সঙ্কার্যমাণায়াম্—এই প্রকার অভ্যাসে স্থির হয়ে; যোগিনঃ—যোগীগণ; ভক্তিলক্ষণঃ—ভগবদ্ভক্তির অভ্যাস করে; আশু—অতি শীঘ্র; সম্পদ্যতে—সফলতা লাভ করে; যোগঃ—ভক্তির দ্বারা যুক্ত হয়ে; আশ্রয়ম্—আশ্রয়ে; ভদ্রম্—সর্বপ্রকার কল্যাণ; ইক্ষতঃ—যা দেখে।

অনুবাদ

হে রাজন্ ! এই প্রকার স্মরণের দ্বারা এবং সর্বমঙ্গলময় ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শনের অভ্যাস করার ফলে অচিরেই সাক্ষাৎ ভগবানের আশ্রয় লাভ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়। সর্বেশ্বরবাদ বা সর্বত্র সর্বশক্তিমান ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করার পন্থা, মনকে শিক্ষা দেওয়ার এক প্রকার প্রণালী, যার ফলে মন ভগবদ্ভক্তির ধারণায় অভ্যস্ত হয়, এবং যোগীদের এই ভক্তিময়ী প্রবৃত্তির ফলে তাদের যোগসিদ্ধি সম্ভব হয়। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কখনই যোগে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এই প্রকার সর্বেশ্বরবাদ দর্শনের প্রভাবে যে ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা কালক্রমে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয়। নির্বিশেষবাদীদের এই একটি মাত্র লাভ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষ পন্থা অধিকতর ক্লেশদায়ক, কেননা তা পরোক্ষভাবে লক্ষ্যে পৌঁছায়; নির্বিশেষবাদীরাও দীর্ঘকাল পরে ভগবানের সবিশেষ রূপের ধারণায় মগ্ন হয়।

শ্লোক ২২

রাজোবাচ

যথা সঙ্কার্যতে ব্রহ্মণ্ ধারণা যত্র সম্মতা ।

যাদৃশী না হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্ ॥২২॥

রাজা উবাচ—ভাগ্যবান রাজা বললেন; যথা—যেমন; সঙ্কার্যতে—ধারণা সৃষ্টি হয়; ব্রহ্মণ্—হে ব্রাহ্মণ; ধারণা—ধারণা; যত্র—যেখানে এবং যেভাবে; সম্মতা—সংক্ষেপে; যাদৃশী—যেই প্রকার; বা—অথবা; হরেৎ—সমূলে বিনাশ করে; আশু—অবিলম্বে; পুরুষস্য—পুরুষের; মনঃ—মনের; মলম্—কলুষ।

অনুবাদ

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন মনকে কোথায় এবং কিভাবে একাগ্র করতে হবে এবং কিভাবে ধারণা স্থির করতে হবে, যার ফলে মনের সমস্ত কলুষ দূর করা যায়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের হৃদয়ের কলুষ হচ্ছে তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। বদ্ধ জীব জড় জগতের নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত। কিন্তু যেহেতু সে অজ্ঞানের অন্ধকারে

আচ্ছন্ন, তাই জড় জগতে দীর্ঘ কারাবাসের ফলে সঞ্চিত আবর্জনা জনিত দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারে না। তার প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবা করা, কিন্তু তার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ কলুষের প্রভাবে সে তার কামনা-বাসনার সেবা করতে চায়। এই সমস্ত সেবা তাকে যথার্থ শান্তি দেওয়ার পরিবর্তে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বেঁধে রাখে। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানরূপী কলুষ কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গপ্রভাবেই দূর হতে পারে। সর্বশক্তিমান ভগবান অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর সঙ্গ দান করতে পারেন। তাই যারা ভগবানের সবিশেষ রূপে তাদের বিশ্বাস স্থির করতে অক্ষম, তাদের তিনি তাঁর বিরাট রূপের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ দেন। ভগবানের বিরাট নিরাকার রূপ তাঁর অসীম শক্তির প্রকাশ। যেহেতু শক্তিমান এবং শক্তি অভিন্ন, তাই তাঁর বিরাট রূপের নিরাকার ধারণাও বদ্ধ জীবকে পরোক্ষভাবে তাঁর সামিধ্য লাভে সাহায্য করে এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁর সবিশেষ রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে সাহায্য করে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রথম থেকেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই তাঁর পক্ষে কিভাবে মনকে ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট রূপের ধারণায় মগ্ন করা যায় সে সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামীর কাছে প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন সবিশেষ রূপের ধারণা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। অভক্তেরা কখনও ভগবানের সবিশেষ রূপের কথা চিন্তা করতে পারে না। যেহেতু তারা অজ্ঞ, তাই রাম, কৃষ্ণ আদি ভগবানের সবিশেষ রূপ তাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণা অত্যন্ত অল্প। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৯/১১) ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, মুর্থ মানুষেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে। এই সমস্ত মানুষেরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে মানব সমাজে অথবা যে কোন জীব সমাজে প্রকাশিত হতে পারেন; তবুও তিনি সর্ব অবস্থাতেই সর্বশক্তিমান ভগবান থাকেন। তাই, যে সমস্ত মানুষ ভগবানের নিত্য সবিশেষ রূপ স্বীকার করতে পারে না, তাদের মঙ্গলের জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে প্রাথমিক স্তরে সেই সবিশেষ রূপে মনকে নিবদ্ধ করা যায়, এবং শুকদেব গোস্বামী পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিস্তারিতভাবে তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সঙ্কারয়েদ্ধিয়া ॥২৩॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন ; জিত-আসনঃ—আসন বা বসার পদ্ধতি যথাযথভাবে আয়ত্ত করে ; জিত-শ্বাসঃ—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সংযত করে ; জিত-সঙ্গঃ—দুঃসঙ্গ ত্যাগ করে ; জিত-ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়গুলি দমন করে ; স্থূলে—স্থূল পদার্থে ; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানে ; রূপে—রূপে ; মনঃ—মনকে ; সন্ধারয়েৎ—প্রয়োগ করা কর্তব্য ; শিখা—বুদ্ধির দ্বারা ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন, আসন নিয়মাদির দ্বারা জিতাসন, প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হয়ে প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে (বিরাট নামক রূপে) মনকে নিযুক্ত করতে হবে ।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের জড় বিষয়াসক্ত মন তাকে দেহাত্ম বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করতে দেয় না । তাই স্থূল জড়বাদীদের চরিত্র গঠনের জন্য যোগ প্রক্রিয়ায় ধ্যানের পস্থা (আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানে মনকে নিবদ্ধ করা) নির্দেশিত হয়েছে । এই প্রকার জড়বাদীরা যদি তাদের জড় বিষয়াসক্ত মনকে নির্মল না করতে পারে, তা হলে তাদের পক্ষে পারমার্থিক চিন্তায় মনকে একাগ্র করা অসম্ভব, এবং তার জন্য প্রথমে মনকে ভগবানের স্থূল জড় রূপ বা বহিরঙ্গ রূপে নিবদ্ধ করা যেতে পারে । পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ বর্ণিত হয়েছে । জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা যোগের এই প্রকার সংযমের দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ আদি জড় কলুষ দূর করা । যোগী যদি যোগসিদ্ধির পরে ভ্রষ্ট হয়, তাহলে তার যোগ সাধনা ব্যর্থ হয়েছে বলে বুঝতে হবে, কেননা যোগের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদুপলব্ধি তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন তাঁর বিষয়াসক্ত মনকে বিভিন্ন ধারণায় নিবদ্ধ করার মাধ্যমে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি উপলব্ধি করতে পারেন । যখন ভগবানের শক্তিসমূহকে তাঁরই প্রকাশরূপে উপলব্ধ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই পারমার্থিক প্রগতি শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তার পক্ষে ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় ।

শ্লোক ২৪

বিশেষস্তস্য দেহোহয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়াসাম্ ।

যত্রৈদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪ ॥

বিশেষঃ—সবিশেষ ; তস্য—তার ; দেহঃ—দেহ ; অয়ম্—এই ; স্থবিষ্ঠঃ—স্থূলরূপে জড় ; চ—এবং ; স্থবীয়াসাম্—সমস্ত পদার্থের ; যত্র—যেখানে ; ইদম্—এই সমস্ত

বিষয়; ব্যজ্যতে—অনুভূত হয়; বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; ভূতম্—অতীত; ভব্যম্—
ভবিষ্যৎ; ভবৎ—বর্তমান; চ—এবং; সৎ—পরিণাম।

অনুবাদ

এই বিস্ময়কর জড় জগতের বিরাট রূপ ভগবানেরই স্বরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান
কাল সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব তাতেই প্রকাশিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

জড় অথবা চিন্ময় সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়
(১৩/১৩) বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর চিন্ময় চক্ষু, মস্তক এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। তিনি সবকিছু দেখতে পান, শুনতে পান, স্পর্শ করতে পারেন অথবা
যে কোন স্থানে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন। কেননা চিৎজগতে তাঁর নিত্যধামে
অবস্থান করা সত্ত্বেও তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাত্মার পরমাত্মারূপে সর্বত্র বিরাজমান। এই
আপেক্ষিক জগতও তাঁর কারণীভূত প্রকাশ, কেননা এটি তাঁর চিন্ময় শক্তিরই প্রকাশ।
যদিও তিনি তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তথাপি তাঁর শক্তি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত, ঠিক
যেমন সূর্য এক স্থানে স্থিত থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র তার কিরণ বিতরণের মাধ্যমে সর্বত্রই
প্রকাশিত। কেননা সূর্যের কিরণ সূর্যমণ্ডলেরই প্রকাশরূপে সূর্য থেকে অভিন্ন।
বিষ্ণুপুরাণে (১/২২/৫২) বলা হয়েছে যে, এক স্থানে অবস্থিত হয়ে অগ্নি যেমন তার
কিরণ ছড়ায়, ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা, তাঁর বিচিত্র শক্তি প্রকাশ
করে সর্বত্রই নিজেকে বিস্তার করেছেন। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বিরাট রূপের
একটি আংশিক প্রকাশ মাত্র। অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় রূপের ধারণা
করতে পারে না, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন শক্তি দর্শন করে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়, ঠিক
যেমন একজন আদিবাসী বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে, বিশাল পর্বত অথবা বিশাল বটবৃক্ষ
দেখে আশ্চর্য্যস্থিত হয়। আদিবাসীরা বাঘ অথবা হাতির শক্তির প্রশংসা করে, কেননা
তারা অধিক শক্তিসম্পন্ন। সমস্ত শাস্ত্রে ভগবানের অতি উজ্জ্বল বর্ণনা থাকলেও এবং
ভগবান স্বয়ং অবতরণ করে তাঁর অলৌকিক শক্তি এবং বীর্য প্রদর্শন করলেও, এবং
পুরাকালে ব্যাসদেব, নারদ, অসিত দেবল প্রমুখ তত্ত্বদ্রষ্টা মহাজ্ঞানী, শ্রীমদ্ভগবদগীতায়
অর্জুন এবং আধুনিক যুগে শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
প্রমুখ আচার্যেরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করলেও অসুরেরা ভগবানের
অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না। অসুরেরা শাস্ত্রের প্রমাণ মানে না এবং মহান আচার্যদের
অধ্যক্ষতা স্বীকার করতে চায় না। ওরা ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে চায়। তাই
বিরাট রূপে ভগবানের বিরাট শরীর তারা দর্শন করতে পারে, যা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার
জবাব দেয়। একজন আদিবাসী যেমন একটি বাঘ, হাতি, বজ্র ইত্যাদির উন্নততর জড়
শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তেমনই তারাও ভগবানের বিরাট রূপের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করতে পারে। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের জন্য তাঁর বিরাট রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। এই প্রকার জড় রূপ দর্শনে অনভ্যস্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে এই রূপ দর্শন করার জন্য বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিরাট রূপ দর্শন করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দান করেছিলেন। অর্জুনের মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবান তাঁর এই বিরাট রূপ প্রকাশ করেননি, তিনি তা করেছিলেন সেই সমস্ত নির্বোধ মানুষদের জন্য যারা যাকে-তাকে ভগবানের অবতার রূপে গ্রহণ করে বিপথগামী হয়। এই বিরাট রূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে ভগবান তাদের শিক্ষা দিলেন যাতে তারা সেই সমস্ত তুচ্ছ অবতারদের অবতার বলে গ্রহণ করার পূর্বে তাদেরকে তাদের বিরাট রূপ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করে। বিরাট রূপ প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভগবান নাস্তিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং ভগবানকে যারা বিরাট বলে মনে করে সেই সমস্ত অসুরদের কৃপা করেছেন। তার ফলে তারা তাদের হৃদয়ের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে ভগবানের দিব্য রূপ দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এটি নাস্তিক এবং ঘোর জড়বাদী মানুষদের প্রতি পরম করুণাময় ভগবানের কৃপা।

শ্লোক ২৫

অণুকোশে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে ।

বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

অণুকোশে—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের ভিতর; শরীরে—দেহে; অস্মিন্—এই; সপ্ত—সাত; আবরণ—আবরণ; সংযুতে—তা করে; বৈরাজঃ—বিরাট; পুরুষঃ—ভগবানের রূপ; যঃ—যা; অসৌ—তিনি; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ধারণা—ধারণা; আশ্রয়ঃ—আশ্রয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ সপ্ত আবরণের দ্বারা আবৃত। তার মধ্যবর্তী বিরাট পুরুষই ধারণার আশ্রয় স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবানের যুগপৎ অসংখ্য রূপ রয়েছে, এবং সেই সমস্ত রূপই মূল উৎস রূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভগবানের আদি, দিব্য এবং শাস্ত্র রূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি তাঁর অচিন্ত্য অন্তরঙ্গ-শক্তি আত্মমায়ার দ্বারা অসংখ্যরূপে এবং অবতারে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর পূর্ণ শক্তি কোন অংশেই হ্রাস পায় না। তিনি পূর্ণ, এবং যদিও অসংখ্য পূর্ণরূপ তাঁর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তথাপি তিনি পূর্ণই থাকেন এবং তাঁর কোন হ্রাস হয় না। এইটিই হচ্ছে

তঁার চিন্ময় বা অন্তরঙ্গ-শক্তি। শ্রীমদ্ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তঁার বিরাট রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বুঝতে পারে না যে ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষের মতো বলে মনে হলেও তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং কেউই তঁার সমকক্ষ বা তার থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। পূর্ণ রূপে না হলেও জড়বাদী মানুষেরা সূর্যমণ্ডলের অসংখ্য গ্রহ সমন্বিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুমান করতে পারে। তারা কেবল তাদের মাথার উপর গোলাকার আকাশ দেখতে পায়, তার বেশি আর এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অন্য কোন তথ্য তাদের জানা নেই। এরকম কত শত-সহস্র ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ মহত্ত্ব এবং প্রকৃতির সাতটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। একটি ফুটবল যেমন জলে ভাসে, ঠিক তেমনই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড কারণ-সমুদ্রে ভাসমান এবং সেই কারণ-সমুদ্রে মহাবিশ্ব শয়ন করে আছেন। মহাবিশ্বের নিঃশ্বাস থেকে বীজরূপে ব্রহ্মাণ্ডগুলির উৎপত্তি হচ্ছে। আর এই মহাবিশ্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ। মহাবিশ্ব যখন তঁার শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন ব্রহ্মাগণ কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। এইভাবে ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। মূর্খ মানুষেরা কল্পনা করে দেখতে পারে যে কতটা অজ্ঞতার ফলে তারা একজন মরণোন্মুখ মানুষের উক্তির ভিত্তিতে একটি নগণ্য জীবকে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী অবতার বলে উপস্থাপন করেছে। বিশেষ করে এই ধরনের মূর্খ মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান তঁার বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, যাতে তারা যেন শ্রীকৃষ্ণের মতো বিরাটরূপ প্রদর্শন করার পরেই কেবল কাউকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করে। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং শুকদেব গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করতে পারে, তবে তাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যাতে তারা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে আত্ম প্রচারকারী প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত না হয়। এই সমস্ত প্রতারকেরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে প্রচার করলেও তঁার মতো আচরণ করতে পারে না বা তঁার মতো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বিরাট রূপ প্রদর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ২৬

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং

পঠন্তি পার্শ্বি প্রপদে রসাতলম্।

মহাতলং বিশ্বসৃজোহথ গুল্ফে

তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙেঘ ॥২৬॥

পাতালম্—ব্রহ্মাণ্ডের অধঃলোক সমূহ; এতস্য—তঁার; হি—নিশ্চিতরূপে;
পাদমূলম্—শ্রীপাদপদ্মের নিম্নদেশ; পঠন্তি—অধ্যয়ন করে; পার্শ্বি—শ্রীপাদপদ্মের

পশ্চাদ্দেশ বা গোড়ালী ; প্রপদে—শ্রীপাদপদ্মের অগ্রভাগ ; রসাতলম্—রসাতল নামক লোক ; মহাতলম্—মহাতল নামক লোক ; বিশ্ব-সৃজঃ—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার ; অথ—এইভাবে ; গুহ্যৈ—পদদ্বয়ের গুহ্যপ্রদেশ ; তলাতলম্—তল এবং অতল নামক লোকদ্বয় ; বৈ—সেগুলি যেমন ; পুরুষস্য—বিরাট পুরুষের ; জঙ্ঘৈ—জঙ্ঘাদ্বয় ।

অনুবাদ

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অধ্যয়ন করেছেন যে পাতাললোক সেই বিরাট পুরুষের পাদমূল, রসাতল তাঁর পদের অগ্র ও পশ্চাৎভাগ, মহাতল তাঁর পদদ্বয়ের গুহ্য প্রদেশ এবং তল ও অতল লোক তাঁর জঙ্ঘাদ্বয় ।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের অতীত এই দৃশ্যমান জগতের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই । ব্যক্ত জগতের সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে বিরাজ করে, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের যা কিছু গোচরীভূত হয় তা সবই পরমেশ্বর ভগবান । ভগবানের বিশ্বরূপের ধারণা জড়বাদীদের ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ দেয়, তবে জড়বাদীদের নিশ্চিতভাবে এটি জেনে রাখা উচিত যে ভোগের দৃষ্টিতে এই জগতের দর্শন কখনই ভগবদুপলব্ধি নয় । ভগবানের বহিরঙ্গ-শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জড় জগতের সম্পদ ভোগ করার প্রবৃত্তির উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি ভগবানের বিশ্বরূপের ধারণার মাধ্যমে পরম সত্যকে জানতে চান, তাহলে অবশ্যই সেবা-প্রবৃত্তির অনুশীলন করতে হবে । সেবা-প্রবৃত্তি বা ভক্তিভাবের উদয় না হলে বিরাট রূপের উপলব্ধিতে কোন কাজ হবে না । চিন্ময় ভগবান, তাঁর কোনও রূপেই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নন । তিনি সর্ব অবস্থাতেই সচ্চিদানন্দময় এবং তিনি কখনই জড় জগতের ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না । কেননা জড় জগতে সবকিছুই কলুষিত । ভগবান সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গ-শক্তিতে বিরাজ করেন ।

ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ ভুবনাত্মক । তার সাতটি উর্ধ্বলোক, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য । আর সাতটি অধঃলোক হচ্ছে তল, অতল, বিতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল এবং পাতাল । এই শ্লোকে সর্বনিম্ন স্তর থেকে লোকগুলির বর্ণনা শুরু হয়েছে, কেননা ভক্তিমার্গে ভগবানের শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা পা থেকে শুরু করা হয় । শুকদেব গোস্বামী সর্বজনবিদিত ভগবদ্ভুক্ত এবং তাঁর বর্ণনা অবশ্যই নির্ভুল ।

শ্লোক ২৭

দে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্তে

রুরুদ্বয়ং বিতলং চাতলং চ ।

মহীতলং তাজ্জঘনং মহীপতে

নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥২৭॥

ছে—দুই; জানুনী—জানুদ্বয়; সুতলম্—সুতল লোক; বিশ্বমূর্তেঃ—বিশ্বরূপের; উরুদ্বয়ম্—উরুদ্বয়; বিতলম্—বিতল নামক লোক; চ—ও; অতলম্—অতল নামক লোক; চ—এবং; মহীতলম্—মহীতল নামক লোক; তৎ—তাদের; জঘনম্—কটীদেশ; মহীপতে—রাজা; নভস্তলম্—অন্তরীক্ষ; নাভি-সরঃ—নাভি-সরোবর; গৃণন্তি—স্বীকার করেন।

অনুবাদ

সুতল সেই বিশ্বমূর্তি বিরাট পুরুষের জানুদ্বয় এবং বিতল ও অতল তাঁর উরুদ্বয়, মহীতল তাঁর জঘন দেশ, নভস্তল বা ভুবলোক তাঁর নাভি-সরোবর।

শ্লোক ২৮

উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য

গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোহস্য।

তপো বরাটীং বিদুরাদি পুংসঃ

সত্যং তু শীর্ষানি সহস্রশীর্ষঃ ॥২৮॥

উরঃ—উচ্চ; স্থলম্—স্থান (বক্ষ); জ্যোতিঃ-অনীকম্—জ্যোতিষ্ক লোক; অস্য—তাঁর; গ্রীবা—গলদেশ; মহঃ—জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর উপরিস্থিত মহর্লোক; বদনম্—মুখ; বৈ—ঠিক সেই প্রকার; জনঃ—জন নামক লোক; অস্য—তাঁর; তপঃ—জনলোকের উপরিস্থিত তপ নামক লোক; বরাটীম্—ললাট; বিদুঃ—জানা যায়; আদি—মূল; পুংসঃ—পুরুষ; সত্যম্—সর্বোচ্চলোক; তু—কিন্তু; শীর্ষানি—মস্তক; সহস্র—এক হাজার; শীর্ষঃ—মস্তকযুক্ত।

অনুবাদ

স্বর্গলোক তাঁর বক্ষস্থল, মহর্লোক তাঁর গ্রীবা, জনলোক তাঁর মুখমণ্ডল, তপলোক তাঁর ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্র শীর্ষ বিরাট পুরুষের শিরদেশ।

তাৎপর্য

সূর্য, চন্দ্র আদি জ্যোতিষ্ক ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত, এবং তাদের বিরাট পুরুষের বক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপরে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালকমণ্ডলীর আবাসস্থল স্বর্গলোক। তার উর্ধ্বে রয়েছে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সর্বোপরি সত্যলোক, যেখানে জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রধান পরিচালক বিষ্ণু, ব্রহ্মা

এবং শিব বিরাজ করেন। এই বিষ্ণুকে বলা হয় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। কারণ-সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে এবং তাদের প্রত্যেকটিতে অসংখ্য সূর্য, চন্দ্র, দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবসহ ভগবানের বিরাটরূপ বিরাজ করছেন, এবং এই সমগ্র জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির একটি নগণ্য অংশে অবস্থিত, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (১০/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহরুশ্রাঃ

কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ ।

নাসত্যদশ্রৌ পরমস্য নাসে

ঘ্রাণোহস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥২৯॥

ইন্দ্রাদয়ঃ—দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ; বাহবঃ—বাহ; আহঃ—বলা হয়; উশ্রাঃ—দেবতাগণ; কর্ণৌ—কর্ণ; দিশঃ—চতুর্দিক; শ্রোত্রম্—কর্ণপুট; অমুষ্য—ভগবানের; শব্দঃ—শব্দ; নাসত্যদশ্রৌ—অশ্বিনীকুমার নামক দেবতাদ্বয়; পরমস্য—পরমেশ্বরের; নাসে—নাসিকা; ঘ্রাণঃ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; অস্য—তঁার; গন্ধঃ—গন্ধ; মুখম্—মুখ; অগ্নিঃ—আগুন; ইদ্ধঃ—জ্বলন্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্রাদি দেবতারা বিরাট পুরুষের বাহু, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, শব্দ তাঁর কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমার দ্বয় সেই পরম পুরুষের দুটি নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁর মুখ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের বিশ্লেষণ শ্রীমদ্ভাগবতের এই পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (১১/৩০) বিরাট পুরুষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, “হে বিষ্ণু, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং সমস্ত জগতকে তোমার তেজরাশির দ্বারা আবৃত করে সন্তপ্ত করছ।” এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদগীতার ছাত্রদের স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন। এই দুটি গ্রন্থই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ সন্থক্ষীয় বিজ্ঞান, এবং তাই তারা পরস্পরের পরিপূরক।

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট পুরুষের ধারণায় সমস্ত পরিচালক দেবতাগণ এবং পরিচালিত জীবগণ অন্তর্ভুক্ত। এমনকি জীবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু সমস্ত দেবতারা ভগবানের বিরাট রূপের অন্তর্ভুক্ত, তাই গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিতে জল দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের বিরাট রূপের অথবা তাঁর সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণস্বরূপের

আরাধনা করা হলে সমস্ত দেবদেবীরা এবং বিভিন্ন অংশসদৃশ জীবেরা আপনা থেকেই সম্ভূষ্ট হন। তাই, জড়বাদীদের ক্ষেত্রে, ভগবানের বিরাট রূপের আরাধনা প্রকৃত মাগেই এগিয়ে নিয়ে চলে। নানারকম জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজা করার মাধ্যমে বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বাস্তব বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, আর বাকী সবকিছুই অলীক, কেননা সবকিছুই তাঁরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ৩০

দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূতপতঙ্গঃ

পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।

তদভূবিজন্তুঃ পরমেষ্ঠিধিম্য-

মাপোহস্য তালু রস এব জিহ্বা ॥৩০ ॥

দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষ; অক্ষিণী—নেত্র-গোলক; চক্ষুঃ—চক্ষুর (ইন্দ্রিয়সমূহের); অভূত—হয়েছে; পতঙ্গঃ—সূর্য; পক্ষ্মাণি—নেত্র-পত্র; বিষ্ণোঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; অহনী—দিন এবং রাত্রি; উভে—উভয়; চ—এবং; তৎ—তাঁর; ভূ—ভূ; বিজন্তুঃ—গতি; পরমেষ্ঠি—পরম জীব (ব্রহ্মা); ধিম্যম্—পদ; আপঃ—জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বরুণ; অস্য—তাঁর; তালু—তালু; রসঃ—রস; এব—নিশ্চিতভাবে; জিহ্বা—জিহ্বা।

অনুবাদ

আকাশ তাঁর নেত্রগোলক, সূর্য তাঁর নেত্র, দিন এবং রাত্রি তাঁর দুটি নেত্র-পত্র, ব্রহ্মপদ তাঁর ভূ-ভাগি, জলের নিয়ন্ত্রণকর্তা বরুণ তাঁর তালুদেশ এবং রস তাঁর জিহ্বা।

তাৎপর্য

সাধারণ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকটিতে বর্ণনা পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কেননা সূর্যকে কখনো তাঁর অক্ষিগোলক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কখনো বাহ্য-অন্তরীক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে শাস্ত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের কোন স্থান নেই। শাস্ত্রের বর্ণনা ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে ভগবানের বিরাটরূপে একাগ্রচিত্ত হতে হবে। সাধারণ জ্ঞান সর্বদাই অপূর্ণ, কিন্তু শাস্ত্রের বর্ণনা সর্বদাই পূর্ণ এবং অভ্রান্ত। শাস্ত্রে যদি কোন বৈসাদৃশ্য থেকে থাকে, তাহলে তা আমাদেরই অপূর্ণতাপ্রসূত, শাস্ত্রের নয়। বৈদিক জ্ঞান লাভের এইটিই হচ্ছে বিধি।

শ্লোক ৩১

ছন্দাংস্যানন্তস্য শিরো গুণন্তি
 দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি ।
 হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া
 দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

ছন্দাংসি—বৈদিক স্তোত্র ; অনন্তস্য—পরমেশ্বরের ; শিরঃ—ব্রহ্মরন্ধ্র ; গুণন্তি—
 কথিত হয় ; দংষ্ট্রা—দন্তপংক্তি ; যমঃ—পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজ ; স্নেহ-কলাঃ—
 স্নেহ প্রদর্শনের কলা ; দ্বিজানি—দন্ত সমূহ ; হাসঃ—হাস্য ; জন-উন্মাদ-করী—অত্যন্ত
 আকর্ষণীয় ; চ—ও ; মায়া—মোহিনী শক্তি ; দুরন্ত—দুরতিক্রম্য ; সর্গঃ—জড় সৃষ্টি ;
 যৎ-অপাঙ্গ—যার দৃষ্টিপাত ; মোক্ষঃ—কটাক্ষ ।

অনুবাদ

কথিত হয় যে বেদসমূহ সেই অনন্ত বিরাট পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ
 হচ্ছেন তাঁর দংষ্ট্রা, স্নেহকলা হচ্ছে তাঁর দন্তপংক্তি এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় মায়াশক্তি
 তাঁর হাস্য । অপার সংসার সমুদ্র তাঁর কটাক্ষপাত ।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে জড়া-প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে এই জড় জগৎ
 সৃষ্টি হয়েছে, যাকে এখানে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মোহিনী শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।
 এই জড় সৃষ্টির আকর্ষণে যারা আকৃষ্ট হয়েছে, সেই বদ্ধ জীবদের জেনে রাখা উচিত যে
 এই অনিত্য জড় সংসার বাস্তব বস্তুর আভাস মাত্র এবং যারা ভগবানের সেই মোহময়
 ঈক্ষণের দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের তত্ত্বাবধানে
 পরিচালিত হয় । ভগবান যখন স্নেহভরে হাসেন, তখন তাঁর দন্ত-পংক্তি ঈষৎ বিকশিত
 হয় । যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ ভগবান সম্বন্ধীয় এই সকল সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন,
 তাঁরাই সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হন ।

শ্লোক ৩২

ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোহধর এব লোভো
 ধর্মঃ স্তনোহধর্মপথোহস্য পৃষ্ঠম্ ।
 কন্তস্য মেঢং বৃষণৌ চ মিত্রৌ
 কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োহস্তিসঙ্ঘাঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রীড়—বিনয় ; উত্তর—উপরিভাগ ; ওষ্ঠ—ওষ্ঠ ; অধরঃ—অধর ; এব—অবশ্যই ;
 লোভঃ—লোভ ; ধর্মঃ—ধর্ম ; স্তনঃ—স্তন ; অধর্ম—অধর্ম ; পথঃ—মার্গ ; অস্য—

তঁার ; পৃষ্ঠম্—পৃষ্ঠ ; কঃ—ব্রহ্মা ; তস্য—তঁার ; মেটম্—উপস্থ ; বৃষদৌ—অণুকোষ ; চ—ও ; মিত্রো—মিত্রা-বরুণ ; কুক্ষিঃ—কোমর ; সমুদ্রাঃ—সমুদ্রসমূহ ; গিরয়ঃ—পর্বতসমূহ ; অস্থি—অস্থি ; সঙ্ঘাঃ—সমূহ ।

অনুবাদ

লজ্জা তঁার উপরের ওষ্ঠ, লোভ তঁার অধর, ধর্ম তঁার স্তন, অধর্ম তঁার পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তঁার শিশ্ন, মিত্রাবরুণ তঁার অণুকোষ দ্বয়, সমুদ্র সকল তঁার কুক্ষি এবং পর্বত সমূহ তঁার অস্থিরাজি ।

তাৎপর্য

অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয় । তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, যে কথা সমস্ত প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে । তবে পুরুষ বা ব্যক্তি বলতে আমাদের যে ধারণা রয়েছে, তিনি তেমন নন । এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে ব্রহ্মা হচ্ছেন তঁার শিশ্ন এবং মিত্রাবরুণ হচ্ছেন তঁার দুটি অণুকোষ । অর্থাৎ, একজন সবিশেষ পুরুষরূপে তিনি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ পূর্ণ, তবে তঁার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ভিন্ন ধরনের এবং তাদের কার্যকলাপও ভিন্ন । তাই ভগবানকে যখন নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে তঁার ব্যক্তিত্ব আমাদের অপূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তিত্বের মতো নয় । গিরি-পর্বত, সমুদ্র অথবা আকাশ ইত্যাদি দর্শনের মাধ্যমে, তাদের বিরাট পুরুষের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা যায় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, তা অবিশ্বাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানস্বরূপ ।

শ্লোক ৩৩

নদ্যোহস্য নাড্যোহথ তনুরুহাণি
মহীরুহা বিশ্বতনোৰ্ণপেন্দ্র ।
অনন্তবীৰ্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা
গতিৰ্বয়ঃ কৰ্ম গুণপ্রবাহঃ ॥৩৩॥

নদ্যঃ—নদীসমূহ ; অস্য—তঁার ; নাড্যঃ—নাড়ীসমূহ ; অথ—তারপর ; তনু-
রুহাণি—শরীরের রোম ; মহী-রুহাঃ—বৃক্ষসমূহ ; বিশ্ব-তনোঃ—বিশ্বরূপের ;
নৃপেন্দ্র—হে রাজন্ ; অনন্ত-বীৰ্যঃ—সর্বশক্তিমানের ; শ্বসিতম্—শ্বাস ; মাতরিশ্বা—
বায়ু ; গতিঃ—গতি ; বয়ঃ—বয়ঃক্রম ; কৰ্ম—কার্যকলাপ ; গুণপ্রবাহঃ—প্রকৃতির
গুণের প্রতিক্রিয়া ।

অনুবাদ

হে রাজন্ ! নদীসমূহ সেই বিশ্বতনু বিরাট পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষসমূহ তাঁর রোম, অনন্ত বিক্রম বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, কাল তাঁর গমন, এবং প্রকৃতির তিনগুণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাঁর দিব্য কার্যকলাপ।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড় পাথর নন, অথবা তিনি নিষ্ক্রিয় নন, যা কোন কোন সম্প্রদায়ের মূর্খ অনুগামীরা মনে করে থাকে। কালের গতিতে তিনি গমন করেন এবং তাই তিনি তাঁর বর্তমান কার্যকলাপের সাথে সাথে অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও পূর্ণরূপে অবগত। তাঁর অজানা কিছুই নেই। বদ্ধজীবেরা জড়া-প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়, যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভগবানের কার্যকলাপ। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৭/১২) বলা হয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশনায় কেবল প্রকৃতির গুণসমূহ পরিচালিত হয়, এবং তাই কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়া অন্ধ নয় বা ঘটনাক্রমে ঘটে না। পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধান হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের সংঘটনকারী শক্তি, এবং তাই ভগবান কখনও নিষ্ক্রিয় নন, যে কথা ভ্রান্তিবশত অনেকে মনে করে থাকে। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের করণীয় কিছু নেই; ঠিক যেমন একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজে কিছু করেন না, তবে সব কিছুই তাঁর পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। তাই বলা হয়েছে যে ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি তৃণও নড়ে না। ব্রহ্ম সংহিতায় (৫/৪৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তাদের অধীশ্বর ব্রহ্মার স্থিতি হয় কেবল তাঁর একটি নিঃশ্বাসের কাল অবধি। এখানেও সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। যে বায়ুতে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকসমূহ স্থিত, তা কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিরাট পুরুষের নিঃশ্বাসের অংশমাত্র। তাই নদী, বৃক্ষ, বায়ু, কালচক্র ইত্যাদির অধ্যয়নের প্রভাবে ভগবানের নিরাকার ধারণার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (১২/৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা পরম সত্যের অব্যক্ত রূপের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কেবল অধিক থেকে অধিকতর ক্রেশই ভোগ করে; কিন্তু যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের সবিশেষ রূপের শরণাগত হন, তাঁদের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৪

ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বাহান্
বাসন্ত সঙ্ঘ্যাং কুরুবর্যভূমঃ ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ
স চন্দ্রমাঃ সর্ববিকারকোশঃ ॥৩৪ ॥

ঈশস্য—পরম ঈশ্বরের; কেশান্—মাথার চুল; বিদুঃ—আমার কাছ থেকে জেনে রাখ; অম্বু-বাহান্—জলবাহী মেঘ; বাসন্ত—বসন; সন্ধ্যাম্—দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ; কুরু-বর্ষ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; ভূমঃ—সর্বশক্তিমানের; অব্যক্তম্—ভৌতিক সৃষ্টির আদি কারণ; আহঃ—বলা হয়; হৃদয়ম্—বুদ্ধি; মনঃ চ—এবং মন; সঃ—তিনি; চন্দ্রমাঃ—চন্দ্র; সর্ব-বিকার-কোশঃ—সমস্ত পরিবর্তনের আধার।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জলবাহী মেঘ হচ্ছে তাঁর কেশদাম, সন্ধ্যা তাঁর বসন, জগৎ সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর বুদ্ধি এবং সমস্ত বিকারের আশ্রয়স্বরূপ চন্দ্রমা হচ্ছে তাঁর মন।

শ্লোক ৩৫

বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি

সর্বাঙ্গনোহন্তঃকরণং গিরিত্রম্।

আশ্বাশ্বতযুষ্টিগজা নখানি

সর্বৈ মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেহে ॥৩৫॥

বিজ্ঞান-শক্তি—চেতনা; মহি—মহত্ত্ব; আমনন্তি—কথিত হয়; সর্ব-আশ্বনঃ—সর্বব্যাপ্ত ভগবানের; অহন্তঃকরণম্—অহঙ্কার; গিরিত্রম্—রুদ্র (শিব); অশ্ব—ঘোড়া; অশ্বতরি—খচর; উষ্টি—উট; গজাঃ—হাতি; নখানি—নখ; সর্বৈ—অন্য সমস্ত; মৃগাঃ—হরিণ; পশবঃ—চতুষ্পদ; শ্রোণিদেহে—কটিদেশে।

অনুবাদ

অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যে যে মহত্ত্ব সেই সর্বব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের চেতনা, এবং রুদ্রদেব তাঁর অহঙ্কার। অশ্ব, অশ্বতরি, উষ্টি, হস্তি প্রভৃতি তাঁর নখ, এবং সমস্ত চতুষ্পদ পশু তাঁর কটিদেশ।

শ্লোক ৩৬

বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং

মনুমনীষা মনুজো নিবাসঃ।

গন্ধর্ব বিদ্যাধরচারণাক্ষরঃ

স্বর স্মৃতিরসুরানীকবীৰ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বয়াংসি—বিভিন্ন প্রকার পক্ষী; তদ্ব্যাকরণম্—শব্দাবলী; বিচিত্রম্—শিল্প নৈপুণ্য; মনুঃ—মানব কুলের পিতা; মনীষা—বিচারবুদ্ধি; মনুজঃ—মানবকুল (মনুপুত্রগণ); নিবাসঃ—আবাস; গন্ধর্ব—গন্ধর্ব নামক মনুষ্যজাতি; বিদ্যাধর—বিদ্যাধর;

চারণ—চারণ ; অঙ্গরঃ—অঙ্গরা ; স্বর—সঙ্গীতাত্মক স্বর-লহরী ; স্মৃতিঃ—স্মৃতি ;
অসুর-অনীক—আসুরী সৈনিক ; বীর্যঃ—শক্তি ।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকার পাখীরা তাঁর বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য । মানবজাতির পিতা মনু তাঁর
বিচারবুদ্ধির প্রকাশ এবং মানবজাতি তাঁর আবাসস্থল । গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অঙ্গরা
আদি উচ্চতর লোক নিবাসী মানুষেরা তাঁর সঙ্গীতাত্মক স্বরলহরী এবং আসুরিক
সৈনিকেরা তাঁর শক্তি ।

তাৎপর্য

ভগবানের সৌন্দর্যবোধ ময়ূর, টিয়া, কোকিল এবং অন্যান্য সমস্ত পাখীদের
রঙ-বেরঙের শিল্প নিপুণ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আদি স্বর্গীয়
মানবেরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে গান করার মাধ্যমে স্বর্গের দেবতাদের পর্যন্ত মোহিত
করতে পারেন । তাঁদের সঙ্গীতের ছন্দ ভগবানের সঙ্গীতবোধ ব্যক্ত করে । তাহলে তিনি
নিরাকার বা নির্বিশেষ হন কি করে ? তাঁর সঙ্গীত রুচি, শিল্প-নৈপুণ্য এবং বুদ্ধিমত্তা, যা
সর্ব অবস্থাতেই অচ্যুত, তাঁর পরম পুরুষত্বের বিভিন্ন লক্ষণ । মনু-সংহিতা হচ্ছে মানব
সমাজের আদর্শ আইনশাস্ত্র ; এবং সামাজিক জ্ঞান সমন্বিত এই মহান গ্রন্থটি অনুসরণ
করার নির্দেশ প্রতিটি মানুষকে দেওয়া হয়েছে । মানব সমাজ হচ্ছে ভগবানের
আবাসস্থল অর্থাৎ মানুষদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে জানা এবং ভগবানের সঙ্গ
করা । মনুষ্য জন্ম পাওয়ার ফলে বদ্ধজীব তার শাস্ত্রত ভগবচ্ছেতনা পুনরুদ্ধারের সুযোগ
পায় এবং তার ফলে তার জীবন সার্থক হয় । প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন অসুরকুলে
ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি । কোন জীবই ভগবানের বিরাটরূপ থেকে বিচ্যুত নয় ।
প্রতিটি জীবেরই সেই বিরাটরূপের প্রতি বিশেষ কর্তব্য রয়েছে । সেই বিশেষ কর্তব্য
সম্পাদন যখন ব্যাহত হয়, তখনই জীবদের মধ্যে বৈষম্য সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় । কিন্তু
ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জীবের মধ্যে
এমনকি হিংস্র পশু এবং মানব সমাজের মধ্যেও পূর্ণ ঐক্য গড়ে ওঠে । মধ্যপ্রদেশের
জঙ্গলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবদের মধ্যে সেই ঐক্য প্রদর্শন করেছিলেন, যেখানে বাঘ,
হাতি এবং অন্যান্য সমস্ত হিংস্র জন্তুরাও পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তনে পূর্ণরূপে
সহযোগিতা করেছিল । সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করার এটিই হচ্ছে
প্রকৃষ্ট পন্থা ।

শ্লোক ৩৭

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভূজো মহাত্মা
বিড়রুরঙম্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ ।

নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো

দ্রব্যাত্মকঃ কৰ্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মণগণ ; আননম্—মুখ ; ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়গণ ; ভূজঃ—বাহু ; মহাত্মা—
বিরাটপুরুষ ; বিট্—বৈশ্য ; উরুঃ—উরু ; অঙ্ঘ্রি-শ্রিত—তাঁর চরণের আশ্রয় ; কৃষ্ণ-
বর্ণঃ—শূদ্রগণ ; নানা—বিবিধ ; অভিধা—নামের দ্বারা ; অভীজ্য-গণ—দেবতাগণ ;
উপপন্নঃ—নিহিত ; দ্রব্য-আত্মকঃ—উপযোগী দ্রব্য সহ ; কৰ্ম—কার্যকলাপ ; বিতান-
যোগঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাটপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়গণ তাঁর বাহু, বৈশ্যগণ তাঁর উরুযুগল,
কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণ তাঁর পদাশ্রিত । সমস্ত পূজনীয় দেবতারাও তাঁর অধস্তন, এবং
সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে সেই
ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা ।

তাৎপর্য

এখানে একপ্রকারে একেশ্বরবাদের প্রস্তাব করা হয়েছে । যদিও বৈদিকশাস্ত্রে বিভিন্ন
নামে বহু দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এই
শ্লোকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সেই সমস্ত দেব-দেবীরা পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে
নিহিত রয়েছেন ; তাঁরা কেবল সেই পরম পূর্ণ পুরুষের বিভিন্ন অংশ । তেমনই মানব
সমাজের বিভিন্ন বর্ণ বিভাগ, যথা ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান বর্ণ, ক্ষত্রিয় বা শাসকবর্ণ, বৈশ্য বা
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণী, সবই পরম ঈশ্বর ভগবানের দেহের
অন্তর্ভুক্ত । তাই তাদের সকলের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করার মাধ্যমে পরমেশ্বর
ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সাধারণত, যজ্ঞে ঘি এবং শস্য
আহুতি দেওয়া হয়, কিন্তু কালের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভগবানের
জড়া-প্রকৃতিপ্রসূত উপাদানগুলি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করেছে । তাই
মানব সমাজকে অবশ্যই শিক্ষালাভ করতে হবে কিভাবে কেবল ঘি আহুতি দেওয়ার
মাধ্যমেই নয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য সমস্ত সামগ্রীও ভগবানের মহিমা কীর্তনে নিয়োগ
করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদন করতে হয় । তার ফলে মানব সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।
বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা অথবা ব্রাহ্মণেরা পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ অনুসারে এই
যজ্ঞের নির্দেশ দিতে পারেন ; পরিচালকবর্ণ সকলকে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার
সবরকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন ; বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যারা এই প্রকার দ্রব্য
উৎপাদন করেন, সেই যজ্ঞে নিবেদন করার জন্য এই সমস্ত বস্তু দান করতে পারেন ;
এবং শূদ্রশ্রেণী এই প্রকার যজ্ঞের সাফল্যের জন্য তাদের শারীরিক শ্রম প্রদান করতে
পারেন । এইভাবে মানব সমাজের সমস্ত বর্ণের সহযোগিতার ফলে এই যুগের উপযোগী

যে যজ্ঞ, ভগবানের নামকীর্তন করার সঙ্কীর্তন যজ্ঞ, সমগ্র জগতের সমস্ত মানুষদের কল্যাণ সাধনের জন্য সম্পাদন করা যেতে পারে।

শ্লোক ৩৮

ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য

যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।

সন্ধার্যতেহস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে

মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোহস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥

ইয়ান্—এই সমস্ত ; অসৌ—তা ; ঈশ্বর—পরমেশ্বর ভগবান ; বিগ্রহস্য—রূপের ; যঃ—যা কিছু ; সন্নিবেশঃ—যেভাবে তারা অবস্থিত ; কথিতঃ—বিশ্লেষণ করা হয়েছে ; ময়া—আমার দ্বারা ; তে—তোমাকে ; সন্ধার্যতে—একাগ্রতা সহকারে মনোনিবেশ করা যায় ; অস্মিন্—এতে ; বপুষি—বিরাটরূপের ; স্থবিষ্ঠে—স্থূল পদার্থে ; মনঃ—মন ; স্ব-বুদ্ধ্যা—স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা ; ন—না ; যতঃ—তাকে অতিক্রম করে ; অস্তি—আছে ; কিঞ্চিৎ—অন্য কিছু।

অনুবাদ

এই বিরাট বিগ্রহের যে সমস্ত অবয়ব সংস্থান, সেসব আমি আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। মুক্তিকামী ব্যক্তির তঁাদের বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে তঁাদের মন একাগ্রী করেন, কেননা এই জড় জগতে তা ছাড়া আর কিছু নেই।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৯/১০) পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে জড়-প্রকৃতি হচ্ছেন তাঁর আত্মপালনকারী দাসী। তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির একটি, এবং তিনি কেবল তাঁরই আদেশ অনুসারে কার্য করেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে তিনি কেবল জড়তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে প্রকৃতিতে বিকার শুরু হয় এবং ক্রমশ হয় প্রকার পরিবর্তনরূপে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সমস্ত জড় সৃষ্টি এইভাবে কার্যকরী হয় এবং কালচক্রে কখনো তা প্রকট হয় এবং কখনো অপ্রকট হয়।

যে অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন মানুষের মতো তাঁর লীলা বিলাস করেন, অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মূঢ় মানুষেরা তা ধারণা করতে পারে না (ভঃ গীঃ ৯/১১)। তিনি যে এই জড় জগতে আমাদের একজনের মতো আবির্ভূত হন, সেটিও তাঁর বদ্ধ জীবদের প্রতি অহৈতুকী কৃপারই প্রকাশ। যদিও তিনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত, তথাপি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অন্তহীন কৃপার প্রভাবে তিনি অবতরণ করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। জড়বাদী দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক শক্তি এবং বিশ্বরূপের বিরাট পরিস্থিতির চিন্তায় অত্যন্ত মগ্ন, এবং চিন্ময়

অস্তিত্বের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত থেকে ভৌতিক জগতের বাহ্যিক ঘটনাবলীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য রূপ এই প্রকার জড় কার্যকলাপের সীমার অতীত, এবং ভগবান যে একস্থানে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বব্যাপ্ত, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, কেননা জড়বাদী দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা কেবল তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সব কিছু অনুমান করতে চায়। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ স্বীকার করতে অক্ষম, তাই ভগবান কৃপা করে তাঁর অপ্ৰাকৃত রূপের বিরাট শরীর প্রদর্শন করেন, এবং এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের সেই রূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি চরমে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভগবানের এই বিরাট রূপের অতীত আর কিছু নেই। কোন জড়বাদী চিন্তাশীল মানুষই এই বিরাট রূপের ধারণার উর্ধ্বে যেতে পারেন না। জড়বাদী মানুষদের মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং তা নিরন্তর এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে পরিবর্তন করতে থাকে। তাই এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে মানুষ যেন তার বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভগবানের বিরাটরূপের কোন অঙ্গের কথা চিন্তা করে। মানুষ জড় জগতের যে কোন প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর কথা চিন্তা করতে পারে; যেমন অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র, মানুষ, পশু, দেবতা, পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি যে কোন রূপে। জড় জগতের প্রতিটি বস্তুই ভগবানের বিরাট রূপের এক-একটি অঙ্গ এবং তা জানার মাধ্যমে চঞ্চল মনকে ভগবানের চিন্তায় নিবদ্ধ করা যায়। ভগবানের শ্রীঅঙ্গের বিভিন্ন অংশের ধ্যান করার এই পন্থা ধীরে ধীরে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নাস্তিক্যভাবের নিরসন করে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ সাধন করবে। সব কিছুই পরম পূর্ণের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে পারমার্থিক মার্গের নবীন জিজ্ঞাসু ধীরে ধীরে ঈশোপনিষদের সেই শ্লোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তা জানার ফলে ভগবানের শরীরের কোন অঙ্গের প্রতি অপরাধ না করার মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে। এই ভগবদ্ভাবনা মানুষের ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার গর্ব খর্ব করবে। এইভাবে সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অঙ্গের বিভিন্ন অংশ রূপে জানতে পেরে সব কিছুকেই শ্রদ্ধা করার শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৩৯

স সর্বধীবৃত্যনুভূতসর্ব

আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ ।

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত

নান্যত্র সজ্জেন্দ্র যত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, পরমেশ্বর ভগবান; সর্ব-ধী-বৃত্তি—সবরকম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা উপলব্ধি করার পন্থা; অনুভূত—জ্ঞাত; সর্বে—সকলে; আত্মা—পরমাত্মা; যথা—যতখানি;

স্বপ্ন-জন—স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি ; ঈক্ষিত—দর্শন করা হয়েছে ; একঃ—এক এবং অভিন্ন ; তম্—তাকে ; সত্যম্—পরম সত্য ; আনন্দনিধিম্—আনন্দের সমুদ্র ; ভজেত—আরাধ্য ; ন—কখনই না ; অন্যত্র—অন্যকিছু ; সজ্জত—অনুরক্ত হওয়া ; যতঃ—যার দ্বারা ; আত্মপাতঃ—নিজের অধঃপতন ।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানে মনকে একাগ্র করা, যিনি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঠিক যেমন মানুষ স্বপ্নে হাজার হাজার রূপ সৃষ্টি করে। সেই সর্বানন্দময় পরম সত্যেই কেবল মনকে একাগ্র করা উচিত, তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মহান গোস্বামী শ্রীল শুকদেব কর্তৃক, ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণিত হয়েছে। তিনি আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা অনুশীলনের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত না হয়ে কেবল পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর আরাধনা করাই একান্ত কর্তব্য। অধ্যাত্ম উপলব্ধির পন্থা নিত্য জীবন লাভের জন্য জড় জীবন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো এবং তাই যোগী অথবা ভক্তকে মায়ায় মোহিনী শক্তি প্রসূত বহু প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়, যা সেই নিত্য জীবন লাভের প্রয়াসী মহান যোদ্ধাকে পুনরায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। যোগী তার যোগ অনুশীলনের প্রভাবে অগ্নিমা, লঘিমাди নানা প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, যার দ্বারা তিনি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা লঘু থেকে লঘুতর হতে পারেন, বা সাধারণ বিচারে কামিনী, কাঞ্চনাদি নানা প্রকার জড় ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন। তবে সেই সমস্ত প্রলোভনের দ্বারা বিমোহিত না হতে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়, যাতে তিনি এই প্রকার অলীক সুখের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধঃপতিত না হন এবং জড় জগতের বন্ধনে আবার আবদ্ধ না হয়ে পড়েন। এই সাবধানবাণী অনুসারে মানুষকে তার জাগরুক বুদ্ধিরই কেবল অনুসরণ করা উচিত।

পরমেশ্বর ভগবান এক হলেও তাঁর প্রকাশ অনেক। তাই তিনি সব কিছুই পরমাত্মা। কেউ যখন কোন কিছু দেখে, তখন তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তার দেখাটি গৌণ এবং ভগবানের দেখাটি হচ্ছে মুখ্য। ভগবান যদি প্রথমে না দেখেন তাহলে কারও পক্ষেই কোন কিছু দেখা সম্ভব নয়। এটিই বেদ এবং উপনিষদের উপদেশ। তাই আমরা যা কিছু দেখি বা করি, সেই দর্শন অথবা কর্মের পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান। আত্মা এবং পরমাত্মার যুগপৎ একত্ব এবং পার্থক্যের এই সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব-দর্শনের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপে জড় জগতের সমস্ত বস্তু অন্তর্ভুক্ত, এবং তাই ভগবানের বিরাটরূপ সমস্ত

চেতন এবং অচেতন বস্তুর পরমাত্মা। বিরাটরূপ নারায়ণ অথবা বিষ্ণুরই প্রকাশ। এইভাবে ক্রমশ অগ্রসর হলে অবশেষে আমরা দেখতে পাব যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর পরমাত্মা। সেই সূত্রে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সকলেরই কর্তব্য নির্দিধায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যুক্ত হওয়া, অথবা নারায়ণ প্রমুখ তাঁর অংশের আরাধনা করা; অন্য কারও আরাধনা করার প্রয়োজন নেই। বৈদিক স্তোত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জড় প্রকৃতির প্রতি নারায়ণের ঈক্ষণের প্রভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা অথবা শিব ছিলেন না, অতএব অন্যের কি কথা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য নিশ্চিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, নারায়ণ জড় সৃষ্টির অতীত এবং অন্য সকলেই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই জড় সৃষ্টি যুগপৎ নারায়ণের সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। এই মতবাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব সমর্থন করে। নারায়ণের দৃষ্টিশক্তি সম্ভূত বলে এই জড় সৃষ্টি তাঁর থেকে অভিন্ন। কিন্তু যেহেতু এটি তাঁর বহিরঙ্গা মায়া শক্তির ক্রিয়া এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি আত্মমায়া থেকে পৃথক, তাই এই জড় সৃষ্টি তাঁর থেকে ভিন্ন। এই শ্লোকে স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তির যে তুলনাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ স্বপ্নে বহু কিছু সৃষ্টি করে, এবং সেই স্বপ্নে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে এবং স্বপ্নের পরিণামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই জড় সৃষ্টিও ঠিক একটি স্বপ্নের মতো ভগবানের সৃষ্টি, তবে পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কখনো এই স্বপ্নবৎ সৃষ্টির বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন না অথবা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব কিছু এবং কোন কিছুই তাঁর থেকে পৃথক নয়। তাই তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে একাগ্র চিন্তে তাঁরই কেবল ধ্যান করা উচিত, তা না হলে জড় সৃষ্টির শক্তির দ্বারা একে একে অবশ্যই পরাভূত হতে হবে। সে কথা ভগবদগীতায় (৯/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে:

সর্বভূতানি কৌন্তেয়

প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্প-ক্ষয়ে পুনস্তানি

কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥

“হে কুন্তীপুত্র, কল্পান্তে প্রত্যেক ভৌতিক বস্তু আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী কল্পের শুরুতে আমার শক্তির দ্বারা আমি পুনরায় সৃষ্টি করি।”

মনুষ্য জীবন হচ্ছে এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের আবর্ত থেকে নিজস্ব হওয়ার একটি অবসর। এইটি এমনই একটি মাধ্যম, যার দ্বারা মানুষ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে প্রবেশ করতে পারে।

ইতি “ভগবৎ উপলব্ধির শুভারম্ভ” নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।